



উৎসবের সাজে ‘ইন্ড্রিয়া’র গয়নায় সাবেকিয়ানার ছোঁয়া

নিউজ ব্যুরো

১৬ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে সাজগোজের দুনিয়ায় সাবেকিয়ানার এক নতুন ছোঁয়া নিয়ে এল আদিভা বিড়লা গ্রুপের জুয়েলারি ব্র্যান্ড ‘ইন্ড্রিয়া’। তাদের নতুন কালেকশন ‘শুলিকা’-র গয়নায় নিখুঁতভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে মাতৃরূপ এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী আলপনাশিল্প।

এই নজরকাড়া কালেকশনের প্রধান আকর্ষণ হল তিনটি অনবদ্য হার ও কানের দুল। ‘দশভূজা’ নামের রানিহারাটিতে আলপনা-অনুপ্রাণিত মুকুটের নীচে দশ হাতে শোভিত মা দুর্গার সুষম খোদাই ফুটে উঠেছে।

পূজোয় মৃত্যুকে জয়ের সংকল্প



মালবাজার, ১৬ অক্টোবর : কারও কাছে দেবীবন্দনা উৎসব, কারও কাছে শাস্ত্রাচার। আবার কারও কাছে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের গান গাওয়া। অন্তত মালবাজার উত্তর কলোনির পোদ্দারবাড়িতে দুর্গাপূজা মানে সব বয়সকে জয় করে জীবনের ছন্দে ফেরা।

২০২২ সালে মাল নদীতে দশমীর দিন হড়পা পোদ্দার পরিবারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। মাল নদীতে প্রতিমা বিসর্জন হওয়ার সময় আটজনের প্রাণঘাতী হড়পা কেড়ে নেয় পরিবারের মেয়ে স্মৃতিভাটো। সে কথা ভাবলে আজও শিউরে ওঠেন পরিবারের সদস্য সহ আত্মীয়পরিজন ও



মালবাজার শহরের উত্তর কলোনির পোদ্দারবাড়ি দুর্গাপূজো। -সাইল চিত্র

প্রতিবেশীরা। পোদ্দার পরিবারের তিন

মরিয়্য চেষ্টা শুরু হয় পরিবারের সদস্যদের। শোককে জয় করতে আর ঘরের হারিয়ে যাওয়া সদস্যের স্মৃতিকে বাচিয়ে রাখতে পোদ্দারবাড়িতে শুরু হয় মা দুর্গার আরাধনা। দশমী তিথির সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে জয় করার চতুর্থ বর্ষেও এই পূজোর সংকল্প।

পরিবারের সদস্য সঞ্জয় পোদ্দার বলেন, ‘মা দুর্গা যেমন অসুর বধ করে শান্তি ফিরিয়েছিলেন, তেমনই এই পূজোর মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের মনের ভেতরে থাকা গভীর শোক আর অন্ধকারকে জয় করতে চাই।’

তিন ভাইয়ের পরিবার একসঙ্গে পূজোর আয়োজন করে থাকে। বিশুদ্ধ সিন্ধু মতে পূজো হয়। ধূপগুড়ির পুরোহিত দুর্গা চক্রবর্তী পূজোর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যষ্ঠীর বোধনে যখন দেবী মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, তখন ঘরে ফেরা উমার মধ্যে হড়পায় হারিয়ে যাওয়া বাড়ির মেয়েকে খোঁজেন পরিবারের সদস্যরা।

মালবাজার শহরের উত্তর কলোনির পোদ্দারবাড়ির পূজো নিছক আনন্দ উদ্‌যাপন নয়, আসলে পরিবারের সদস্যদের মানসিক বিপর্যয় পেরিয়ে বেঁচে থাকার এবং অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার এক দলিলমাত্র।

নিজের গ্রামে অঞ্জলির ইচ্ছেপূরণ



মুরতুজ আলম

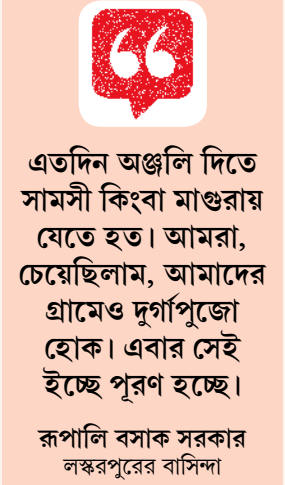
সামসী, ১৬ অক্টোবর : পূজে দেখতে আর ছুটতে হবে না সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরের সামসী কিংবা দুই কিলোমিটার দূরের মাগুরায়। এ বছর নিজের গ্রামেই আসছেন মা দুর্গা। তাই লক্ষ্মরপুরে এখন অন্য রকম ব্যস্ততা। প্যাভেল তৈরি থেকে আলোকসজ্জা, পূজার আয়োজন থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি— সবচেয়েই হাত লাগাচ্ছে গ্রামের মানুষ। কারও চোখে নতুন পূজার স্বপ্ন, কারও মনে বহুদিনের ইচ্ছে পূরণের আনন্দ। আট থেকে আশি, সকলের মুখেই এখন এক কথা, ‘এ বার আমাদের গ্রামে দুর্গাপূজো!’

রত্না-২ রকের লক্ষ্মরপুরের বুক চিরে চলে গিয়েছে সামসী-গাঙ্গেল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। গ্রামে রয়েছে প্রাচীন কালী মন্দির, শিব মন্দির ও রাধাগোবিন্দ মন্দির। এত ধর্মীয় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও এতদিন গ্রামে সর্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন হয়নি। অঞ্জলি দিতে কিংবা ঠাকুর দেখতে যেতে হত অন্য গ্রামে। বাড়ির মহিলা, শিশু ও প্রবীণদের সেই যাতায়াতের ব্যক্তি সামলাতে হত। শেষপর্যন্ত তাঁদের আবদারেই প্রথমবার দুর্গাপূজার উদ্যোগ নিয়েছে লক্ষ্মরপুর যুব একা কমিটি।

গ্রামের রূপালি বসাক সরকারের কথায়, ‘এতদিন দুর্গাপূজার অঞ্জলি দিতে সামসী কিংবা মাগুরায় যেতে হত। বহুদিন ধরে আমরা, গ্রামের মহিলারা স্বামীদের বসছিলাম, আমাদের গ্রামেও দুর্গাপূজো হোক। এবার সেই ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে।’ আরেক গৃহবধুর কথায়, ‘গ্রামে বহু বছর ধরে কালীপূজা হচ্ছে। কিন্তু দুর্গাপূজো না থাকায় উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে অনার্য যেতে হত। এবার গ্রামের সবাইকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা হয়েছে।’

প্রথম বছরের পূজাকে ‘স্মরণীয় করে রাখতে আয়োজনে খামতি রাখতে চাইছেন না’ উদ্যোক্তারা।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাশের মাঠে তৈরি হয়েছে প্যাভেল। থিম ‘ঐতিহ্যের আভিনায় মা দুর্গা’। প্যাভেল তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন মুসলিম ব্যবসায়ী আব্দুল বারিক।



রূপালি বসাক সরকার লক্ষ্মরপুরের বাসিন্দা

আলোকসজ্জার পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য বসানো হয়েছে ছ’টি সিসিটিভি ক্যামেরা। পক্ষমীর সন্ধ্যাতেই প্রতিমা চলে এসেছে।

তবে থিম নয়, এই পূজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আসছে কার্চিকার উৎসাহ ও আনন্দ। যষ্ঠ শ্রেণির অর্চিত সরকারের কথায়, ‘গ্রামে প্রথম দুর্গাপূজা হচ্ছে। তাই এবার আনন্দটা বেশি। নাচ-গান, নানা অনুষ্ঠান হবে।’ সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী অনুষ্ঠান সরকারেরও এই উচ্ছাস। এতদিন অন্য জায়গায় পূজো দেখতে যেত। এবার বন্ধুদের সঙ্গে নিজের গ্রামেই কাটবে উৎসবের দিনগুলো।

প্রায় তিন লক্ষ টাকা বাজেটের এই পূজায় রাজ্য সরকারের এক লক্ষ টাকা অনুদান মিলেছে। পূজা কমিটির সভাপতি সুফল বসাক, সহ সভাপতি সৈনেন খোকদার, সম্পাদক সুদীপ দাস, সহ সম্পাদক বাসু মণ্ডল এবং কোষাধ্যক্ষ অমি বসাকরাও গ্রামে প্রথমবার পূজো নিয়ে উত্তেজিত।

লক্ষ্মরপুরের অবশ্য পূজার ঐতিহ্য একেবারে নতুন নয়। শ্রীপুরের প্রভাত মুসলিম জমিদার মহসিন হোসেন চৌধুরী ও ইউসুফ হোসেন চৌধুরীদের দান করা জমিতে দীর্ঘদিন ধরে কালীপূজা হয়ে আসছে। এবার সেই পূজো ২৫৪ বছরে পা দিতে চলেছে। এত বছরের ঐতিহ্যের পাশে এ বার যুক্ত হচ্ছে নতুন অধ্যায়।

সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন বহু মানুষ এই

এসপিএম নিবাস, কোলকাতা ডিডিডরিউএস, জনশক্তি মন্ত্রণালয়, জিওআই

তালিকাভুক্তিকরণের বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ পানীয় জল সরবরাহ ব্যাবস্থায়ন প্রকল্পের (এডিবি অর্থায়িত) অধীনে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেডভিভিক প্রশিক্ষক হিসেবে তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে যোগ্য এবং অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের কাছ থেকে আবেদনপত্রের আদান করা হচ্ছে।

বাণিজ্য	তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রশিক্ষকের সংখ্যা
গ্রাফিং প্রশিক্ষক	১২
ইলেকট্রিশিয়ান প্রশিক্ষক	১২
পান্প/ভালভ অপারেটর প্রশিক্ষক	১২
আইটি/ডিজিটাল অ্যান্লিকেশন প্রশিক্ষক	১২

তালিকাভুক্তি প্রয়োজনভিত্তিক হবে এবং একচেটিয়া হবে না এবং এটি কোনও পদে নিয়োগ/চাকরি প্রদান হিসেবে গণ্য হবে না।

আবেদনের শেষ তারিখ : বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য : www.spmniwas.in-এ পরিদর্শন করুন।

স্বাক্ষরিত/-
প্রশাসনিক আধিকারিক, এসপিএম নিবাস

cbc 45128/11/0006/2627

আমার উত্তরবঙ্গ

আন্দোলনের ঝাঁবে উৎসবে ভাটা

১১ দিন পরেও ধর্না চলছে রাজাভাতখাওয়ায়, নীরব প্রশাসন

তখন আন্দোলনকে সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছে বিজেপিকে। এখন রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট তুলে দেওয়া সহ আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে সব মহলের। যদিও আন্দোলনকারীরা নিজেদের দাবিতে অনড়। সব মিলিয়ে এভাবেই উৎসব কাটছে বঙ্গার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের।

অ্যাক্টিভিটি

জন্ম শংসাপত্র রেজি: নং ৪২, রেজি: তারিখ : ২৪-০৫-২০০৪, আমার বাবার নাম Hossain Ali-এর পরিবর্তে Hasen Ali এবং আমার মায়ের নাম Sarifa Bibi Khatun -এর পরিবর্তে Sarifa Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত ০৬.১০.২৬, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাক্টিভিটি বলে Hossain Ali এবং Hasen Ali, Sarifa Bibi Khatun এবং Sarifa Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হবেন। আমার বাবার পুরো এবং শুভ নাম Hossain Ali এবং আমার মায়ের পুরো এবং শুভ নাম Sarifa Bibi Khatun আমার জন্ম শংসাপত্র এবং সব বিষয়ে প্রতিকৃতি করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পো: কালজানী, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, পিন ৭৩৬১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ। (C/123744)

সোনা ও রূপোর দর	
পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ কারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭১০০
পাকা খুচরা সোনা (৯৯৫০/২৪ কারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৮৫০
হলমার্ক সোনার গহনা (৯৯৫/২২ কারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৫০০
রূপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১৩৬০০
খুচরা রূপা (প্রতি কেজি)	২১৩৭০০
* বর টাকায়, জিএসটি এবং টিএসআই	
পরবর্তী বুলিয়ান মার্চেস্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর	

সংখ্যা- আরওএস/১৩/২০২৬-প্রোগ. ভারত সরকার সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক আঞ্চলিক কার্যালয় (পশ্চিমবঙ্গ-উত্তর অঞ্চল), শিলিগুড়ি ইমেল- ro.siliguri.dfp@nic.in

৪৫, আশুতোষ মুখার্জি রোড, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি তারিখ : ১৫/১০/২০২৬

প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ/টেন্ডার নথি

বিষয় : ভারত সরকারের বিভিন্ন ফ্লাগশিপ কর্মসূচির উপর সমন্বিত যোগাযোগ এবং প্রচার কর্মসূচি (আইসিওপি) এবং বিশেষ প্রচার কর্মসূচি (এসওপি) আয়োজনের জন্য সংস্থাগুলিকে প্যানেলমুক্ত করার দরপত্র আহ্বান।

ভারত সরকার

তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রক ভারত সরকারের অধীনে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি) শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয় (পশ্চিমবঙ্গ-উত্তর) -এর অধীনে স্বনামধন্য মাল্টিমিডিয়া সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করেছে। একাধিক মাল্টিমিডিয়া আইসিওপি/এসওপি/প্রদর্শনী আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার জন্য তালিকাভুক্তির যোগ্য ভারত সরকারের বিভিন্ন ফ্লাগশিপ কার্যক্রমজুড়ে চারটি ভিন্ন স্কেলের আইসিওপি/এসওপি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জেলার বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করেছে। এই তালিকাভুক্তি তিন বছরের জন্য বৈধ থাকবে।

- যোগ্যতার মানদণ্ড, দাখিলের আবশ্যকতা, সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য ও কর্মপরিস্থিতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত আরএফপি (RFP) নথিতে সংযুক্ত করা হল।
- এই আরএফপি আমাদের cbcindia.gov.in এবং <https://cbcindia.gov.in/outreachactivities/siliguri/> -ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
- যদি কোনও প্রশ্ন বা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন থাকে তবে আগামী ১৬ই নভেম্বর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (কার্যালয় চলাকালীন সময়ে) নিম্নে স্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিতভাবে ro.siliguri.dfp@nic.in অথবা ০৩৫৩-২৯১০৩৬০ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
- আপনি উপরোক্ত টিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিখারিত বিন্যাসে একটি সিল করা খাতাে আপনার বিড জমা দিতে পারেন ২০শে নভেম্বর ২০২৬ (বিকেল ৫:০০ টার আগে) পর্যন্ত উপরোক্ত নিম্নে স্বাক্ষরকারীর টিকানায়।
- এই প্যানেল ভুক্তিকরণ কাজের নিশ্চয়তা দেহ না এবং সিবিসি কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিবন্ধিত সংস্থাগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সিবিসি -এর কার্যকর সরকারি যোগাযোগের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের প্রদর্শিত কর্মসূচিগুলিতে ভিত্তিতে যুক্ত করা হচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-
(মুগাল কাশি হাইড) সহকারী পরিচালক (কার্যালয় প্রধান) সিবিসি, আরও., শিলিগুড়ি

আজ টিভিতে

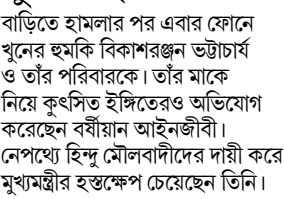
জিও পাগলা বিকেল ৪.৩০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

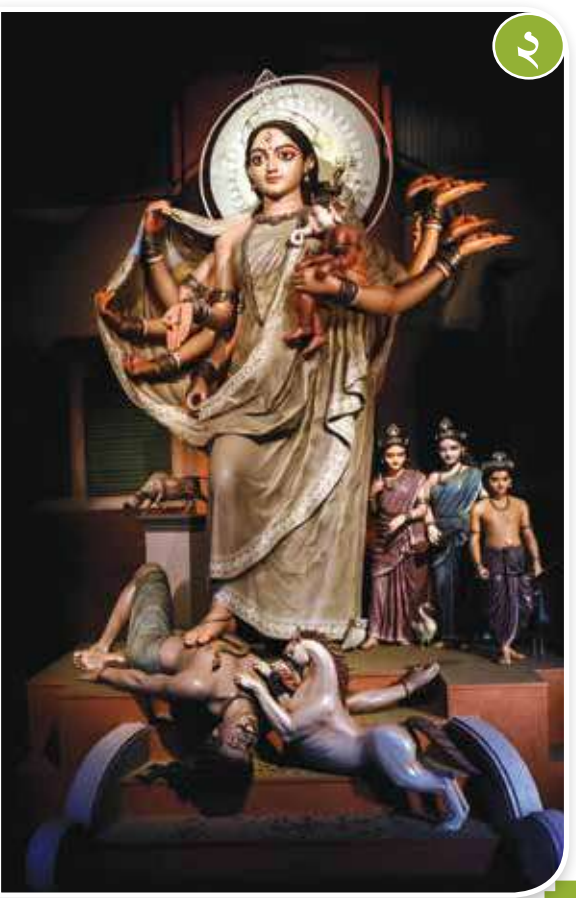
জলসা মুভিজ : সকাল ৭.১৫ কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, ১০.০০ কেলোর কীর্তি, দুপুর ১.১৫ হাদ্‌সামা, বিকেল ৪.৩০ জিও পাগলা, রাত ৯.৩০ লাভেরিয়া কালার বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ পরিচালক, দুপুর ১.৩০ টোটাল দাদাগিরি, বিকেল ৫.০০

খিলাড়ি, রাত ৯.৩০ প্রতিকার জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মিলন তিথি, বেলা ১১.৩০ স্বপ্ন, দুপুর ২.০০ অন্যান্য অ্যাচার, বিকেল ৫.০০ সংঘর্ষ, রাত ৮.০০ বাবা তারকনাথ, ১১.০০ বচন ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভয় আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।



বোধনের রং প্রাণে ছড়াল ...



-

বাবা ও বানের জন্য পঞ্চদশের
শাক কিনে রাস্তাতে ট্রেন ধরলেন
না। শুধুর বাজারের গরীবরা
যায় একইকম। রাজকুমার
থায়, কলকাতায় চার মাস আগেই
জার কাজ শুরু হয়ে যায়
পো-কা-বিহরি পুজায় কত
নাশা করে। হাতে টাকা না থাকলে
বদার মোটা কী করে!'
পঞ্চাশের কমন দায়ে
চার, কলকাতার পুজা বাসে
জমজমাট হোক না কেন, মন
উড়ে থাকে উত্তরবঙ্গের সীে ছোটে
উড়েই। কী, ছেলে-বোমার
জার পোশাক না দিলে কীসের
বার আনা! মশপ গড়ার লড়াই
যে কলকাতার রোশানিই
ছেলে ছেলে কারিগরদের ঘরে
সরাল এই আলুনাট ইংসের
ছবিকে ফুটিয়ে তোলে
সরাল আড়ালের কারিগরদের
সরাল উৎসব এবার শুরু হচ্ছে
পঞ্চদশের ভিত্তিতে।

এই প্রসঙ্গে সিপিএমের রাজ
সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন,
“যেখানে যেখানে স্টলে বাধা দেখা
হবে, সেখানেই ফের স্টল করা হবে।
ওদের বোঝা উচিত, আমাদের রাস্তার
নামতে বাধ্য করা হচ্ছে। তখন নষ্ট
না বলা হয়, উৎসবের পরিবেশ নষ্ট
হচ্ছে।’ এদিকে শুক্রবার আলিমুদ্দিনে
এই ইমুতে বাম দলগুলির যৌথ
সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি
ও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে
আরও তীব্র করার ইশিয়ারি
দিয়েছেন বামপন্থীরা।

নতুনদের টিকিট এসে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির বোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির কর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলছেন "জীবন সবসময় সহজ ছিল না। এই পুরস্কারের অর্থ আমাদের ঘরে নতুন আশা ও আনন্দ নিয়ে এসেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে কঠিন দিন চিরস্থায়ী হয় না। আমাদের জীবন বদলে দেওয়ার জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির এবং ডিম্বার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।" ডিম্বার লটারির প্রতিটি ড় সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* ডিম্বার কথা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে শুধুমাত্র।

উৎসব ছেড়ে পথে



বোনাসের দাবিতে বাগ্রাকোটের মিনা মোড়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ চা শ্রমিকদের। শুক্রবার।

ষষ্ঠীতে বিক্ষোভে তিন বাগানের শ্রমিকরা

সোমনাথ দত্ত ও রহিদুল ইসলাম

মালবাজার ও মেটেলি, ১৬ অক্টোবর : মহাষষ্ঠীর দিন যখন রাজ্যবাসী উৎসবের আলোয় ভাসছে, ঠিক তখনই মাল রকের বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিকরা শুক্রবার সকালে ২০ শতাংশ বোনাস এবং বকেয়া মজুরির দাবিতে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন। ফলে উৎসবের মরশুমে শিলিগুড়ি-ডুয়ার্স রুটে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত ৭ অক্টোবর একই দাবিতে পথ অবরোধ করেছিলেন তারা। বাগান কর্তৃপক্ষ লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ১৩ অক্টোবরের মধ্যে বোনাস মটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও অ্যাকাউন্ট টাকা চোকেনি। এমনকি গত বছরের বোনাসের দশ শতাংশও বকেয়া রয়েছে। অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের তিনটি পাক্ষিক মজুরি এখনও মেটায়নি মালিকপক্ষ।

সকাল থেকে শুরু হওয়া অবরোধের জেরে মালবাজার, ডামডিম এবং শিলিগুড়িগামী সমস্ত যানবাহন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ওদলাবাড়ি-গজলডোবা হয়ে বিকল্প পথে শিলিগুড়ির পথ যদিও খোলা ছিল।

গোরুর দেহ উদ্ধারে চিতাবাঘের ভয়

ময়নাগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : রাতের অন্ধকারে গৃহস্থের উঠানে বাঁধা একটি গোরাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে গোরক নিখোঁজ দেখে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। শেষপর্যন্ত বাড়ির পাশের চা বাগান থেকেই উদ্ধার হয় গোরকটির আখণ্ডাওয়া দেহ। গলার ছেঁড়া দাড়ি আর আশপাশে বড় বড় পায়ের ছাপ দেখে চিতাবাঘের হামলার আশঙ্কা জেগেছিল হয়েছে। দুর্গাপুজোর মধ্যে লোকালয়ে এভাবে চিতাবাঘের হানায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ি রকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কানিরহাট এলাকায়। স্থানীয়রা চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা পাতার দাবি তুলেছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনকর্মীরা। গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি এলাকায় নজরদারিও শুরু করেছেন তারা।

গুরুমারা জঙ্গল লাগোয়া রামসাইয়ের কানিরহাটে স্থানীয় বাসিন্দা সাতেমোহন রায়ের বাড়ির উঠানে রাতে বাঁধা ছিল তিনটি গোরু। তাঁর স্ত্রী সখীবেলা রায় জানান, শুক্রবার সকালে উঠে তারা দেখেন, তিনটি গোরুর মধ্যে

একটি নেই। গোরকটিকে যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেখানে পড়ে রয়েছে গলার ছেঁড়া দাড়ি। আশপাশে নজর দিচ্ছেই চোখে পড়ে বড় বড় পায়ের ছাপের মতো দাগ। বাড়ির পাশের চা বাগানে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে পড়ে রয়েছে গোরকটির আখণ্ডাওয়া দেহ। দেহের অবস্থা দেখে চিতাবাঘের হামলায় গরুটির মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করছেন স্থানীয়রা।

এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গুরুদেব রায় বলেন, ‘প্রায়দুইই গ্রামে চিতাবাঘের দেখা মেলে। তবে এভাবে গোরু তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম। এলাকায় যাতে খাঁচা পাতা হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে বন দপ্তরের কাছে।’ ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার এলাকায় পৌঁছান রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের বনকর্মীরা। স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার বাশিরুল আমল বলেন, ‘পায়ের ছাপ দেখে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, চিতাবাঘটি পূর্ণবয়স্ক এবং আকারে বড়। এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। গ্রামবাসীরা নিয়ম মেনে আবেদন করলে অবশ্যই খাঁচা পাতার ব্যবস্থা করা হবে।’

নাগাদ ভুটান সীমান্ত লাগোয়া ডায়নার জঙ্গলের দিকে ফিরে যায়। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, কয়েকদিন ধরে ওই জঙ্গলেই আবার একপাল হাতি ঘাটি গেছেছে। সন্ধ্যা হলেই গ্রামে ঢুকে পড়ছে। লালঝামেলা বসতিতে একইসঙ্গে তালুচ চালাচ্ছে একটি দলছুট দাঁতালও। অন্যদিকে, আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আপার কলাবাড়ি বস্তির ব্রাস হয়ে দাঁড়িয়ে রেডিও কলার পরানো আরেকটি দলছুট দাঁতাল। সেটিও ডায়নার জঙ্গল থেকেই বেরিয়েছে। এদিনই সুখানি বসতিতে একটি সম্বরকে দেখতে পেয়ে শোরগোল পড়ে যায়। দিনভর দৌঁড়াপের পর সেটি জলঢাকার জঙ্গলের দিকে চুক যায়। সবমিলিয়ে নাগরাকটাির বিস্তীর্ণ তল্লাট এখন বুনোময়।

রাজগঞ্জের আশ্রমে নয় রূপে দুর্গা

রাজগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে মহালয়ার রেশ কাটিতে না কাটিতেই বেজে ওঠে মাতৃবন্দনার সুর। যোগীরাজ হরিহরানন্দের আশ্রমে মা দুর্গা চারদিন ধরে, পূজিত হন পুরো নয়দিন ধরে। ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের মতো এখানেও দেবী পূজিতা হন ‘নবদুর্গা’ রূপে, পালিত হয় নবরাত্রি।

মহালয়া অর্থাৎ অমাবস্যার পূরদিন, প্রতিপদ তিথি থেকেই এই আশ্রমে শুরু হয়ে যায় দুর্গাপূজা। নয়দিনের এই আরাধনার জন্য মন্দিরে স্থাপন করা হয় নয়টি ঘট। পুরোহিত সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, হিন্দু পুরাণ শাস্ত্র অনুসারে দেবী দুর্গার নয়টি রূপ বা নবদুর্গার পূজা হয়। এই নয়দিনব্যাপী আরাধনায় দুর্গা একেক দিনে একেকটি রূপে



আবির্ভূত হন। তিনি বিস্তারিত জানিয়ে বলেন, ‘প্রতিপদ তিথিতে দেবী পূজিতা হন গিরিরাজ হিমালয়-কন্যা ‘শৈলপত্নী’ রূপে। দ্বিতীয়ায় তিনি তপস্চারিণী দেবী ‘ব্রহ্মচারিণী’ ও তৃতীয়ায় শান্তি ও কল্যাণের দেবী ‘চন্দ্রঘণ্টা’। চতুর্থী তিথিতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্নকারী দেবী ‘কৃষ্ণাঙা’, পঞ্চমীতে কুমার কার্তিকের মাতা দেবী ‘স্বন্দমাতা’, ষষ্ঠীতে মহর্ষি কাত্যায়নের কন্যা দেবী ‘কাত্যায়নী’ রূপে মায়ের পূজা হয়। এরপর সপ্তমীতে দ্বন্দ্বের দমনকারী দেবী ‘কালরাত্রি’, অষ্টমীতে মহাদেব-পত্নী দেবী ‘গৌরী’ এবং নবমীতে সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী দেবী ‘সিদ্ধিদাত্রী’ রূপে আরাধনা করা হয়।’

যোগীরাজ হরিহরানন্দ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনিই আশ্রমে প্রথম এই নবদুর্গা পূজার সূচনা করেন। যোগীরাজ হরিহরানন্দের জীবনাবসানের পর আশ্রমটি একসময় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই ঐতিহ্যকে হারিয়ে যেতে দেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসী সবাই মিলে চাঁদা তুলে এখনও এই পূজা ধরে রেখেছেন।



আইলো উমা বাড়িতে। ময়নাগুড়িতে সানরাইজ ক্লাবের প্রতিমার ছবিটি তুলেছেন অভিরূপ দে।

পূজোতেও দিনরাত ‘ডেলিভারি’র ছুটোছুটি

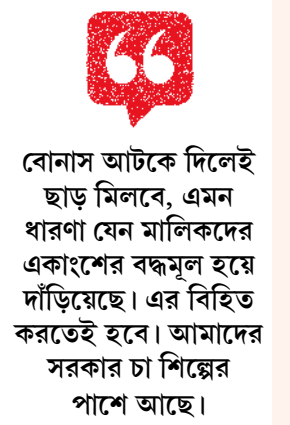
অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : পূজোর নতুন পোশাক হয়েছে প্রতীক মণ্ডলের। কিন্তু কবে সেসব পরে পরিবার, স্ত্রীর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বের হবেন, সেই প্রশ্নের উত্তর তখন নিজেও জানেন না। কারণ মণ্ডলবাট থেকে প্রতিদিন শহরে এসে প্রাপ্ত থেকে প্রাপ্ত ছুটে বেড়ান খাবার ডেলিভারি করতে। পূজার দিনগুলোতে প্রতীকদের মতো ‘ডেলিভারি পটনার’দের দায়িত্ব বেড়ে যায়। অন্যদের উৎসবের আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে জামাকাপড়, প্রসাধনী সামগ্রী থেকে খাবার পৌঁছে দেন বাড়ি বাড়ি। অথচ নিজের পরিবারের সঙ্গে পূজা কাটানোর সুযোগ কতটা মিলবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

রাতে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার

রেখেছে ডুয়ার্স।

ডুয়ার্সে আদিবাসী আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা। যিনি নিজেও পেশায় চা বাগানের কর্মচারী। শুক্রার কথায়, ‘বোনাস আটকে দিলেই ছাড় মিলবে, এমন ধারণা যেন মালিকদের একাংশের বন্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিহিত করতাই হবে। আমাদের সরকার চা শিল্পের পাশে আছে। তবে এরপর থেকে শ্রমিকদের



শুক্রা মুন্ডা

বিধায়ক, মালবাজার

বঞ্চিত করে রাখা বরদাশ্ত করা হবে না। সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে।’ অন্যদিকে, চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরাম-এর অন্যতম শীর্ষ নেতা ও দিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার নিজস্ব ২০ শতাংশ বোনাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী ডুয়ার্সের সমস্ত যোগ্য চা শ্রমিককে বোনাস প্রদান করুক। পরবর্তীতে সর্বস্বল্প চা বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সহ ওই টাকা আদায়ের জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়া তৈরি করতে পারে।’ এবিষয়ে মালিকপক্ষের সংগঠনের কোনও কথা মন্তব্যে রাজি হননি।



জগন্নাথ মন্দিরের আদলে জলপাইগুড়ির দিশারী ক্লাবের প্যাভেল। শুক্রবার বুধা করার ক্যামেরায়।

তিন বাগানের ম্যানেজার গ্রেপ্তার

মাদারিহাট ও বীরপাড়া, ১৬ অক্টোবর : পূজোর বোধনের দিন বোনাস ইস্যুতে উত্তাল মাদারিহাট রুক। মেরিকো অ্যাগ্গো ইন্ডাস্ট্রিজের তিনটি বাগানের শ্রমিকরা এদিন সকাল ১০টা থেকে টোটোপাড়া-মাদারিহাট রাজ্য সড়ক ও তারপর বিকেল ৪টে থেকে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করেন। পরিস্থিতি যোরালো হয়ে ওঠায় সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মাদারিহাটে আসেন রাজ্যের পার্বত্য বিষয়ক ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। শ্রমিকদের স্কোডের আঁচ বুকে তিনি পুলিশকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলেন। তাঁর নির্দেশেই গ্রেপ্তার করা হয় মেরিকোর ধুমচিপাড়া, হাটপাড়া ও গ্যারগাড়া চা বাগানের তিন ম্যানেজারকে। তবে এতকিছুর পরেও মেরিকোর বাগানগুলিতে শ্রমিকদের বোনাসের টাকা চোকেনি।

শ্রমিকদের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে মন্ত্রী বিশাল লামা এদিন বলেন, ‘শ্রমিক ভ্রমণে একাধিকবার বৈঠক হলেও মেরিকোর কোনও প্রতিনিধি বা মালিক উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। মুখমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও এই মালিকপক্ষ সাড়া দেয়নি। আমরা আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করব।’ জগঞ্জর এসডিপিও সোমনাথ বাা জানিয়েছেন, তিনটি চা বাগানের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করার পর সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ এশিয়ান হাইওয়ে থেকে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে হাটপাাড়ার ম্যানেজার মানস সরকার, গ্যারগাড়া চা বাগানের ম্যানেজার নবীন গুপ্ত এবং ধুমচিপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার সুনৈকিশোর দাসকে। তবে তিন ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার ক রা হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কী ধারা দেওয়া হয়েছে, পুলিশ তা জানায়নি।

আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশ চক্রবর্তী বলেন, ‘এই বিষয়ে মেরিকোর কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রাখছি।’

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : সাতদিনের ব্যবধানে মাদক কারবারিদের কাছ থেকে প্রায় ৩৪ লক্ষ নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। পরপর গাঁজা, ব্রাউন সুগার উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে পরিষ্কার জেলাজুড়ে মাদকের একটি বড় চক্র বেষ্ট সক্রিয়। চলতি মাসের ১০ তারিখ এক ব্রাউন সুগার কারবারির কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়ার একটি বাড়ি থেকে প্রায় ২২ কেজি গাঁজার পাশাপাশি ২৪ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই ঘটনায় বাগ্নাদিতা সিং নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন সাংবাদিক সন্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বিগাপাণি বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের নিয়মিত অভিযান চলছে। মাদক পাচার বা মজুত রাখার খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।’

পুলিশ জানিয়েছে, চলতি বছর মে মাস থেকে এখনও পর্যন্ত জেলাজুড়ে পুলিশ মোট ৪৮টি মাদক মামলা কর্তৃপক্ষ করেছে। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, পুলিশ সক্রিয় হলেও জলপাইগুড়ি জেলা ক্রমশ মাদক কারবারিদের স্বর্পরাজ্য হয়ে উঠছে। কোন পথে জলপাইগুড়িতে আসছে গাঁজা, ব্রাউন সুগার, সিডেটিভ ড্রাগস কিংবা কাফ সিরাপ? পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন হাত

ঘুরে মূলত মণিপুর, অসম হয়ে জলপাইগুড়িতে গাঁজার আমদানি হচ্ছে। অন্যদিকে, ব্রাউন সুগার পাচারকারী হিসেবে এখনও পর্যন্ত যতজন গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের মুখে উঠে এসেছে বিহারের কথা। বিহার থেকে শিলিগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি পৌঁছাচ্ছে ব্রাউন সুগার। ব্রাউন সুগার নিয়ে কখনও নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেন করেও জলপাইগুড়ি যাচ্ছে পাচারকারীরা।

অনেক সময় সড়কপথে মাদক পাচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের। বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসা সেই মাদক হাতবল হচ্ছে জাতীয় সড়ক অথবা শহরের

মাদক কারবারের রুট খুঁজছে পুলিশ

আশপাশের নিরিবিли কোনও এলাকায়। তবে সিডেটিভ ড্রাগ এবং কাফ সিরাপের নির্দিষ্ট রুট এখনও সেভাবে পুলিশ চিহ্নিত করতে পারেনি। ফলে জলপাইগুড়ি শহরে মাদক বিক্রি বন্ধ করা মাথাবধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশের।

কয়েক মাসে শহরে ঘটে যাওয়া একাধিক চুরি ও ছিনতাইয়ের দৃশ্যে নেমে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকের টাকা জোগাড়ের বিষয়টি জন্মতে পেরেছে পুলিশ। মাদক কেনার অর্থ জোগাড় করতে তরুণদের একাংশ এ ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। ফলে মাদক পাচার এবং বিক্রি বন্ধ করার পাশাপাশি এর সঙ্গে যুক্ত অপরাধের শিকড় খুঁজে বের করাও পুলিশের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত চালক

ময়নাগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : মহাষষ্ঠীর দিন দুটি গাড়ির ধাক্কায় ময়নাগুড়িতে এক চালকের মৃত্যু হল। শুক্রবার ভোররাত্তে দুর্ঘটনাটি ঘটে ময়নাগুড়ি-শিলিগুড়ি ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরে ফোর লেনের উল্লারভাবরিতে। মৃত নরেন্দ্র যাদব (৫৮) উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। পুলিশ আরেক চালকের খোঁজ করছে। নরেন্দ্র পণ্ডবাহী কনটেনারের চালক ছিলেন। মহাসড়কে কনটেনারটি বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে রেন্নেজ নেমে চাকা পরীক্ষা করছিলেন।

সেসময় পিছন থেকে ছোট মালবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কনটেনারটির দিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কা গুরুতর জখম হন নরেন্দ্র। পুলিশ গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তাকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রাস্তায় যানজট

এড়াতে পুলিশ মহাসড়ক থেকে দুর্ঘটনাস্থল গাড়ি দুটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ছোট মালবাহী গাড়ির চালক পলাতক।

কার্যালয় উদ্বোধন

রাজগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : রাজগঞ্জের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তোলাপাড়ায় শুক্রবার একটি নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করল কংগ্রেস। ওই কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন দলের জেলা সভাপতি অসীম সরকার। এরপর একটি পথসভায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘এই সরকার এসআইআর-এর নাম করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।’

শিবির

বেলাকোবা, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার শিকারপুরের দেবী চৌধুরানি মন্দির সংলগ্ন মাঠে

রোশনাই। নতুন জামা পরে মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন। আবার এর মাঝে কেউ বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। যেতে হচ্ছে করলে কিবা কিছু প্রয়োজন হলেই



ছবি: এআই

ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন দিয়ে পূজো শুরু। চারদিকে আলোর

মোবাইল স্ক্রিনে কয়েকটি ক্রিক। ব্যাস! কয়েক মিনিটের মধ্যে সামনে

হাজির। যিনি পৌঁছে দিলেন তাঁর কাছে পূজো দেখা নয়, কয়েক মিনিটের হিসাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা অভাবি ডেলিভারির পর বেজে উঠবে পরবর্তী অভাবের বেল। ধরতে পারলেই আর, না হলে পরের অভাবের অপেক্ষায়।

এদিকে, পূজোর সময় বিভিন্ন জায়গায় ড্রপ গেট, অলিগলিতে যানজট। এরই মাঝে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুঁতে দেখা গেল জিৎ রায়কে। বাইকের গতি কিছুটা কন্ডিয়ে বলান, ‘পূজো আশাদের কাছেও সমান আনন্দের। তবে তা আড্ডা দিয়ে বা প্যাভেল্ডে ঘুরে নয়। বাড়তি অর্থ উপার্জনে পরিবারের মুখে ভালো পারায় তুলে দেওয়াতেই আনন্দ।’ অন্যদের পূজাকে সহজ ও আনন্দময় করে তুলতে গিয়ে নিজজন্দের উৎসবের দিনগুলি তাই তাঁদের কাঁটে কাজের হিসাবেই।



উৎসবে বাংলা

রাজনৈতিক পালাবদলের পর বাংলায় দুর্গাপূজোর আয়োজন কেমন হয়, তা নিয়ে কৌতূহল কম ছিল না। মহালয়ায় এলাহি আয়োজনের মাধ্যমে আমিষ-নিরামিষ বিতর্ক, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হকার উচ্ছেদ, পূজো কমিটিগুলির মাথা বদল ইত্যাদি সম্বন্ধেও রাজ্যজুড়ে সরকারি উদ্যোগে ধুমধামের সঙ্গে দুর্গোৎসবের সূচনা হয়েছে। বাঙালি কীভাবে দুর্গাপূজো করবে, তা নিয়ে একাংশেরি মাতব্বরের ফতোয়ায় খানিকটা হলেও সংশয়ে ছিল আমজনতা। কিন্তু চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠীতে কলকাতা, শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের নামদামি পূজো প্যাভেলগুলিতে জনপ্রাণনে পরিস্কার, উৎসবপ্রিয় বাঙালি দুর্গাপূজোয় কোনও মাতব্বির সহ্য করবে না। নিষ্ঠা, ভক্তি, আনন্দ, ভালোবাসা এবং উৎসবমুখর মানসিকতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীর এত বছরের দুর্গাপূজোয় এতটুকু টাল পড়েনি। বরং আরও জাকজমকপূর্ণ হয়েছে।

রাজ্য সরকারের সাড়স্বরপূর্ণ আয়োজনে উৎসব বরং নয়া পথয়ে পৌঁছে গিয়েছে। দুর্গাপূজো শুধু ধর্মীয় আচার বা সামাজিক উৎসব নয়। এটা বাঙালির আত্মপরিচয়, আবেগ, সংস্কৃতির অনন্য প্রতীক। রাজ্য সরকার, পুলিশ ও প্রশাসনের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিমবঙ্গে এই উৎসবের আবহ বৃদ্ধিবে দিরেছে, ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও বাঙালির চিরায়ত আবেগ এবং সংস্কৃতির ধারায় ছেদ পড়েনি।

উৎসবের মূল শক্তি মিলন, সম্প্রীতি ও সর্বজনীনতা। নতুন রাজ্য সরকার এই চিত্রেরন সত্যটিকে উপলব্ধি করে দুর্গাপূজোকে নতুন স্তরে উন্নীত করেছে। গ্রাম থেকে শহর- সর্বত্র আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে তোলার সরকারি ভূমিকা স্পষ্ট। সরকারের বিভিন্ন নান্দনিক কর্মসূচি উৎসবের আমেজ আরও বাড়িয়েছে।

কলকাতার রাজপথ থেকে প্রতিটি জেলা শহর, মফসসল, গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি গলি রোশনাইয়ে বলমল করছে। সরকারি বদল হলে অনেক সময় দেখা যায়, পূজো কমিটি ও ক্লাবগুলি প্রশাসনিক জটিলতা বা সহযোগিতার অভাবের শঙ্কায় চিন্তিত থাকে। কিন্তু এবছর রাজ্য প্রশাসন প্রথম থেকে উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সরকারি অনুদান দেওয়ায় কিছুটা লাগাম টানা হয়েছে বটে। যাদের দরকার নেই, তাদের অনুদান না নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন খোদা মুখার্জী শ্বভেন্দু অধিকারী।

যুগ্মভাষা সেই আঞ্জিতে সাড়া দিয়েছে অনেক কমিটি। এছাড়া পূজো প্যাভেল নির্মাণের অনুমতি প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, ট্রাফিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার আগাম প্রস্তুতি, বিদ্যুৎ ও অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবার তদারকি নিবিঁয়ে চলছে। মণ্ডপগুলিতে দর্শনাধীর্দের ভিড় সামলাতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ তৎপর। দুর্গাপূজোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীমা। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অর্থনীতিতে বিপুল গতি সঞ্চারিত হয়।

মুখশিল্পী, প্যাভেল নির্মাতা, ডেকোরেরটার, আলোকশিল্পী, ঢাকি ও হস্তশিল্পের কারিগর থেকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এই উৎসবে সারাবছরের রুজিরুটি খুঁজে পান। সরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎসবের নির্বিঘ্ন আয়োজন প্রাপ্তিক মানুষের জীবনযাত্রা এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক উদ্দীপনা জুগিয়েছে। ছোট-বড় নানা বাসার প্রচার ঘটছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে।

বহু পূজো কমিটি ঐতিহ্য ধরে রাখার পাশাপাশি সামাজিক নানা বার্জা এবং আবহমান বাংলার লোকশিল্পকে ফুটিয়ে তুলেছে। উৎসবের এই মহামিলনক্ষেত্রে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে মানুষ একসঙ্গে পথ হাট্টছে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি বা রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে মানুষকে একসুত্রে বেঁধেছে এই উৎসব। সংঘাত ও মেরুকেরপর আবহ পার করে বাঙালির দুর্গাপূজোয় শান্তির ও সংহতির মূল সুবই ধ্বনিত হয়।

দুর্গাপূজো শুধু পঞ্জিকামতে কয়েকটি দিনের আনন্দ উদযাপন নয়। এটা আট থেকে আশি- সমস্ত বয়সের বাঙালির প্রাণশক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের অঙ্গীকার। সরকারের পরিকল্পনায় বাংলার উৎসব-সংস্কৃতি মহাআড়ম্বরে শুরু হয়ে গিয়েছে। বাঙালির প্রাণের উৎসবে চারপাশের এই অনাবিল আনন্দ, সৌহার্দ্য ও আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ অব্যাহত থাকুক- এই মহুঁতে এটাই কামনা। দুর্গাপূজোয় রাজ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধন আরও দৃঢ় হোক।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোর ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ বা ভূমি করবে তা হচ্ছে এইবছর ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে একে একত্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একত্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উক্তিবিবর কোনও ফলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিত্রাতে একত্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একত্র হও, তাহলে ফায়ের হবে। যৌগিক একত্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবলতা আ আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

প্যাভেল বলে, ছিলাম ঘাসফুলের, এখন পদ্মের

কলকাতার পুজো প্যাভেল এখন যেন ঠাকুরমার ঝুলির বুদ্ধ। মুম্বই, নয়াদিল্লি এই পুজো রাজনীতির কাছে শিশু।



ষষ্ঠীর দিন সকালে কলকাতার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ ঠাকুরমার ঝুলির সেই অশ্ব মনে পড়ে।

...রাজকুমার বুদ্ধ যখন রাজকন্যা কলাবতীকে উদ্ধার করে জিপ্সেস করে, 'রাজকন্যা, এখন তুমি কার?' , তখন রাজকন্যা উত্তরে বলেছিল, 'আগে ছিলাম বাপের-মায়ের, তার পরে ছিলাম আমার; এখন তোমার। ...

সে রকমই হয়েছে কলকাতার এবারের বহু পুজো প্যাভেলগুলোর দশা। কোনও বুদ্ধ মানুষ যদি অধিকাংশে প্যাভেলকে প্রশ্ন করে, প্যাভেল এখন তুমি কার, তখন প্যাভেল উত্তর দেবে, 'আগে ছিলাম তৃণমূলের, তার পরে ছিলাম আমার, এখন বিজেপি'। দেবী সপরিবার নিশ্চয়ই হাসছেন দেখে শুনে।

কী মশুণভাবেই না কিছু কিছু বড় পুজো এবার তৃণমূল নেতাদের হাত থেকে চলে গেল বিজেপি নেতাদের হাতে! ডিগবাজির বিব্বকে আপনি জ্বরদখল বলবেন, না আত্মসমর্পণ, তা আপনার ব্যাপার। চরম সত্য হল, কলকাতার পুজোর গৈরিকীকরণ সম্পূর্ণ। অনেক খুঁজে আপনি হয়তো কলকাতায় তিনটি পুজোর খোঁজ পাবেন, যা এখনও তৃণমূল-এমের হাতে রয়েছে। বাকি সব বিজেপি নেতাদের হাতে।

তিনটি পুজো কী কী? কালীঘাট মিলন সংঘ, এবার একমাত্র যে পুজো উদ্বোধন করতে পেরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য দুটির মধ্যে পড়বে হাজার পার্কে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের পুজো এবং গড়পারে কৃষ্ণা ঘোষের পাড়ার পুজো।

মমতা থেকে দুটো গিয়ে যারা বিজেপির কথায় তৃণমূল আর-এ হাত মিলিয়েছেন, তাদের অধিকাংশ পুজোদুর্গ অক্ষত রাখতে পেরেছেন। মমতার এককালের দক্ষিণ ও বাম হস্ত অরূপ বিশ্বাস বা বিবি হাকিম বিশ্বাসস্বাতকতা করেও পুজো হাতে রাখতে পারেননি। যা পেরেছেন দেবশাসি কুমার বা অন্তীন ঘোষ। সূরত মোখোপাধ্যায় অনেক আগেই প্রয়াত না হলে এখন একভাষিয়া এভারগ্রিন ক্লাবের পুজোতেও ছড়ি থোরাতেন বিজেপি নেতারা।

কত কী হয়েছে! যোধপুর পার্কের সবচেয়ে বড় পুজোর প্যাভেল ভেঙে দেওয়া হয়েছে কিছু হিন্দুত্ববাদী লোকের খিম পছন্দ হয়নি বলে। ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে শুধু দুর্গা প্রতিমা। ওটাই একটা খিম হতে পারে। নিউটাউনের এক পুজোয় আর এক অংশীদার হাজির হয়েছে বিধায়কের নেতৃত্বে। হাইকোর্টে যেতে হয়েছে পুজো করতে। চিস করার প্রস্তাব পর্যন্ত এসেছে। তারপর প্যাভেল আড়াআড়ি ভাগ করে পুজো হাচ্ছে। অন্য পুজোর জন্য রাজ্যের প্রধান উপাদেষ্টার ছবিতে ছয়পাল নিউটাউন। অন্যদিকে আবার দলীল ঘোষের ছবি। তাঁর পুজোয় একটা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ শুও লেবুতলা পার্কের পুজো নিয়েই সম্ব্বন্ত নন। বরানগরের দিকে লোনাড়, বন্ধু দল সহ অনেক বড় পুজোর সঙ্গে জড়িত হয়েছে বড় মাথা হিসেবে।

গতবার পশ্চিম দুর্গাপূজোর উদ্বোধন মানেই ছিল মমতার উপস্থিতি। আজ অধিকাংশ উদ্বোধনের অতিথি শ্বভেন্দু অধিকারী। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই পুজো কমিটি বিজেপির দখলে চলে গিয়েছে, এমন দাবি করা ঠিক নয়। কোথাও সরাসরি সাংগঠনিক নেতৃত্ব বদলেছে, কোথাও পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়, আবার কোথাও



কলকাতার সূর্যকি সংঘের পুজোমণ্ডপ। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

শুধু উদ্বোধক বা অতিথির তালিকায়। এই তিন ধরনের পরিবর্তনকে পাশাপাশি রাখলেই স্পষ্ট, কলকাতার দুর্গাপূজোর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কতটা গভীর আজ।

মুম্বইয়ের গণেশোৎসবের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক বহু পুরোনো। শিবসেনার দুই শিবির, বিজেপি এবং অন্য দল গণেশ মণ্ডলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। স্থানীয় নেতা, বিধায়ক-কাউন্সিলররা অর্থ, পরিকল্পনা, অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেন। মুম্বই পুরভাটের আগে গণেশ মণ্ডলগুলিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে বিস্তর প্রতিযোগিতা চলছিল। উদ্ধব ঠাকরের অভিযোগ ছিল, অর্থবল ব্যবহার করে মণ্ডলগুলোকে নিজদের দিকে টানার চেষ্টা চলছে। মানে মুম্বইয়েও উৎসবের সংগঠনকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা রয়েছে।

নয়াদিল্লিতে ২০২৫ সালে আম আদমি পার্টির পরিবর্তে বিজেপি সরকার এসেছে। তবে চিত্তরঞ্জন পার্কের দুর্গাপূজোর সংগঠনগুলো প্রধানত স্থানীয় বাসিন্দাদের সমিতি এবং নিজস্ব পরিচালন ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে। রাজধানীতে অবশ্য রাজনীতির উপস্থিতি নেই। এমন নয়। গতবার দুর্গাপূজোর মণ্ডপে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখা নিয়ে বিজেপি এবং আম আদমি পার্টির মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। এবার দিল্লির সরকার দুর্গাপূজোর পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক সম্বন্ধের জন্য মন্ত্রী কপিল মিশ্রের নেতৃত্বে বিশেষ কমিটিও গঠন করেছে।

কলকাতার সেখানে সম্পূর্ণ অন্য ছবি। দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম পরিচিত সূর্যকি সংঘের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন তৃণমূলের বিশ্বাস দাঙ্গার। এখন মাথা স্ত্রী যে একটি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ শুও লেবুতলা পার্কের পুজো নিয়েই সম্ব্বন্ত নন। বরানগরের দিকে লোনাড়, বন্ধু দল সহ অনেক বড় পুজোর সঙ্গে জড়িত হয়েছে বড় মাথা হিসেবে।

গতবার পশ্চিম দুর্গাপূজোর উদ্বোধন মানেই ছিল মমতার উপস্থিতি। আজ অধিকাংশ উদ্বোধনের অতিথি শ্বভেন্দু অধিকারী। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই পুজো কমিটি বিজেপির দখলে চলে গিয়েছে, এমন দাবি করা ঠিক নয়। কোথাও সরাসরি সাংগঠনিক নেতৃত্ব বদলেছে, কোথাও পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়, আবার কোথাও

আহিরীটোলায় পুজোর সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী শশী পাঁজা। এবার কমিটির চেয়ারপার্সন শ্যামপুকুরের বিজেপি বিধায়ক পূর্ণিমা চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিমার চক্ষুদান হবে না বলেও, এখানে পূর্ণিমা সেই অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছেন।

মহম্মদ আলি পার্ক দীর্ঘদিন যুক্ত স্ট্রীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই জায়গায় তাঁর 'চিরশঙ্ক' মন্ত্রী তাপস রায়। তিনিই মাথা। রাজভাড়া নব উদয় সংঘের পুজো ছিল তৃণমূলের দাপুটে কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের। এবার তাঁর জায়গায় পুজো কমিটির চেয়ারপার্সন হয়ে ঢুকে পড়েছেন বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র কোয়া ঘোষ।

ঢালা প্রত্যয়ে এবার বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি মাথা। এক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তন নয়, নতুন সাংগঠনিক কাঠামোও সামনে এসেছে। নাকতলা উদয়ন সংঘে দীর্ঘদিন ধরেই জড়িয়েছিল প্রাক্তন তৃণমূল মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অনুগামীরা। পার্থ জেলবন্দি থাকার সময় হাওয়া ছিলেন। এবার কমিটিতে না থাকলেও প্যাভেলের পার্শে পার্থ থাকবেন সন্দ্বিহ। মমতার বিরুদ্ধে মুখ খোলায় তিনি শাসকের চোখে ভালো তৃণমূল। সমস্যা নেই।

পটুলির কেন্দ্রীয় শান্তি সংঘ এতদিন তৃণমূলের বামাদিত্য দাশগুপ্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এবার তাঁর জায়গায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। শর্বরী যে সজল ঘোষ স্টাইলে কত পুজোর সঙ্গে জড়িয়েছেন। আনোয়ার শাহ রোডের একাংশ ভরে গিয়েছে বিজেপি নেতাদের স্বাগত জানানোর ছবিতে।

চেতলা অংশী, হিন্দুস্থান ক্লাব, ত্রিধারার তিন মাথা ববি হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দেবশাসি কুমাররা তৃণমূল বিশাল ডিগবাজি দিয়ে পুজোয় উপস্থিতি ধরে রেখেছেন। সবাই উদ্বোধনের প্রধান অতিথি করে দিয়েছেন শুভক্রেতকে।

সব মিলিয়ে কলকাতার বহু পরিচিত পুজোয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পৃষ্ঠপোষকতা অথবা উদ্বোধনের অতিথি ঘিরে পরিবর্তনের চিহ্ন। আরও মজার, এবার আদানি গোষ্ঠী চটি পুজোকে বিশাল অঙ্কের অনুদান দিয়েছে। পুজো শুরুর আগেই কী করে পুরস্কৃতদের বাছা হল, এটা নিয়ে বিশাল বিতর্ক।

এই পরিবর্তনের মধ্যেই লুকিয়ে এক রাজনৈতিক বৈপরীত্য। জলাইয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমীক ভট্টাচার্য দলের নেতাদের পুজো কমিটি দখল না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুর্গাপূজো কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। অথচ বাস্তবে একের পর এক পুজোয় বিজেপি নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসার খবর এল। তৃণমূল আমলে পুজো হয়ে উঠেছিল কিছু নেতা-মন্ত্রীর বিজ্ঞপন থেকে টাকা তোলার যন্ত্র। মমতা দেখেও দেখেননি। কেড়ে নেওয়া উচিত ছিল মন্ত্রী, বিধায়কদের পুজোয় প্রত্যেক যোগাযোগের অধিকার। তা তখন হয়নি। এবারও হয়নি।

দুর্গাপূজোর মণ্ডপ কয়েকদিনের জন্য তৈরি হয়, উৎসব শেষে খুলেও ফেলা হয়। মণ্ডপের আড়ালে যে সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়, তার আয় অনেক দীর্ঘ। এবার কলকাতার পুজোয় ফুটে উঠেছে সেই সম্পর্কেরই নতুন ছবি। প্রতিমা বিসর্জনের পরে আলো নিভে যাবে, মণ্ডপ ভাঙা হবে। পুজোর কমিটিতে এই রাজনৈতিক পালাবদল কত দিন স্থায়ী হয়, সেটাও প্রশ্ন।

আবার ঠাকুরমার ঝুলির স্মৃতিতে ফিরে যাই এসব ভাবতে ভাবতে।

...আনন্দ শুকপাণি তড়াতাড়ি গিয়া ঢোল-ভাঙরে যা দিল। দেখিতে দেখিতে রাজপুরীর মধ্যে এক প্রকাণ্ড হাট-বাজার বসিয়া গেল। রাজকন্যার কোটা দোকানীর কোটার সঙ্গে মিশিয়া গেল। বুদ্ধ দেখিল, এ তো বেশ! সে ঢোল-ভাঙর লইয়া বাজাইতে লাগিল। দোকানিরা দোকান উঠাইতে-নামাইতে উঠাইতে নামাইতে একেবারে হয়রান হইয়া গেল, আর পারে না। তখন সকলে বলিল,— 'রাখুন, রাখুন, রাজকন্যার কোটা নেন; আমরা আর হাট করিতে চাইি না।' বুদ্ধ ঢোল—ভাঙরের বাঁয়ে যা মারিল, হাট ভাঙিয়া গেল। কেবল রাজকন্যার কোটাটি পড়িয়া রহিল। ...

কলকাতার দুর্গাপূজোয় শেষপর্যন্ত কী পড়ে রইবে, কে জানে!

(লেখক সাংবাদিক)



সাধক, মানবতাবাদী লালন ফকিরের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।



বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।



আমেরিকায় ইলিনয়ের অরোরা এলায়া একটি হিন্দু মন্দিরে নির্বিচারে গুলি চালানোর যত্নযন্ত্রের খবর মিলেছে। এই যত্নযন্ত্রে হিন্দুবিদ্বেষী, বর্ণবিদ্বেষী ও ভারতীয় বংশোদ্ভূদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক মনোভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। এই ঘটনা আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষ এবং ভারতবিরোধী মনোভাব নিয়ে দৃশ্টিচ্য বাড়িয়ে তুলছে।

আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় আরও সতর্ক থাকতে আমেরিকাকে অনুপ্রোহ করেছে দিল্লি। হিংসার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

-রঞ্ধরী জয়সওয়াল

বিশেষসম্প্রক্কের মুখপাত্র

ভাইরান/১



দুই বৃদ্ধ প্রান্তর্মণে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ একটি বাড়ি একজনকে শিং দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলে দেয়। আরেকজন পালিয়ে যায়। আহত বৃদ্ধকে বাড়িটা শিং দিয়ে গুঁতোতে থাকে। স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলার ঘটনা।

ভাইরান/২



বার্লকে বাঁচাতে গিয়ে উলটে গেল টোটো। মধ্যপ্রদেশের ছতরপুরে টোটোর সামনে একটি বাঁদর লাফিয়ে পড়ে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে চাপক ব্রেক করেন। ভারতম্য হারিয়ে টোটোটি উলটে যায়। বার্লট পালিয়ে গেলেও চালক ও এক নাত্রী আহত হন।

ঘরের দুর্গারিাও ভালো থাকুন আজীবন

দেবীবন্দনার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অঙ্গীকার থাকুক আমাদের প্রতিদিনের জীবনে।

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক



প্রতীকী।

কৃষিশ্রমিক কিংবা পরিবারের উপার্জনকারী হতে পারেন। সংসার, সন্তান, জীবিকা ও প্রবীণদের যত্নের দায়ও অনেক সময় তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। অথচ তাঁর প্রশ্নকে আত্মবিক কর্তব্য বলে ধরে নেওয়া হয়। নারীকে ভালো রাখার অর্থ তাকে সব দায়িত্ব একা বহন করতে বলা নয়। তাঁর ক্রান্ত হওয়ায়, বিশ্বাস নেওয়ার, নিজের জন্য সময় রাখা এবং নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। সংসারের কাজ ভাগ করে নেওয়া, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়া এবং তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, এসবও নারীর প্রতি সম্মানের প্রকাশ। দায় ভাগ করে নেওয়াও সমান জরুরি। দেবার আসনে বসিয়ে দূর থেকে বন্দনার চেয়ে মানুষ হিসেবে তাঁর অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি।

দুর্গাপূজোর আলোকোজ্জ্বল মণ্ডপের বাইরেও অসংখ্য নারীর জীবন চলে দায়িত্ব, স্বপ্ন ও লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। কেউ পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের ইচ্ছা পিছিয়ে রাখেন, কেউ পরিশ্রম করে সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে যান, কেউ



শরতের আকাশ, কাশফুলের শুভ্রতা, ঢাকের বাদি আর মণ্ডপের আলোয় বাঙালির মনে জাগে দুর্গোৎসবের আনন্দ। মুম্বই দেবীর সামনে অঞ্জলি দিতে ভিড় করেন অগণিত মানুষ। কিন্তু উৎসবের এই আবেহেই প্রশ্ন জাগে, যে সমাজ দুর্গাকে মাতৃপুত্র বন্দনা করে, সেই সমাজে রক্তমাংসের নারীরা কতটা মর্যাদা ও নিরাপত্তা পান? দুর্গাপূজোয় দুর্গার ভালো থাকুক, এই প্রার্থনা তাই কেবল এবারেরগে কথা নয়। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। ঘরের মা, বোন, কন্যা, সহকর্মী কিংবা জীবিকার জন্য প্রতিদিন সংগ্রাম করা নারী, প্রত্যেকেরই প্রাণ্য সমান, স্বাধীনতা ও নিরাপদ জীবন। এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে আরাদনার অর্থও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

পৌরাণিক কাহিনীতে মহিষাসুর অশুভ শক্তির প্রতীক। আধুনিক সমাজেও সেই অশুভের নানা রূপ দেখা যায়। কখনও তা নারী নির্যাতন, কখনও পণপ্রথা বা বাল্যবিবাহ, কখনও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ও বৈষম্য, কখনও নারীর স্বাধীন মতকে অস্বীকার করার মানসিকতা। এই অন্যায়ের নিদৃষ্টি কোনও মুখ নেই। তা ঘরে, রাস্তায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা কর্মক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। দুর্গাপূজোর তাৎপর্য তাই শুধু দেবীর বিজয় উদযাপনে সীমাবদ্ধ নয়। নিজদের আচরণ ও মনোভাবের মধ্যে থাকা বৈষম্যকেও চিনে নেওয়া জরুরি। মণ্ডপে দেবীর হাত ডাক দেলেই সমাজ অন্যায়মুক্ত হয় না। তার জন্য চাই ন্যায়বোধ, শিক্ষা, আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং নারীর প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি। আইন থাকলেই যথেষ্ট নয়, তার কার্যকর প্রয়োগও জরুরি।

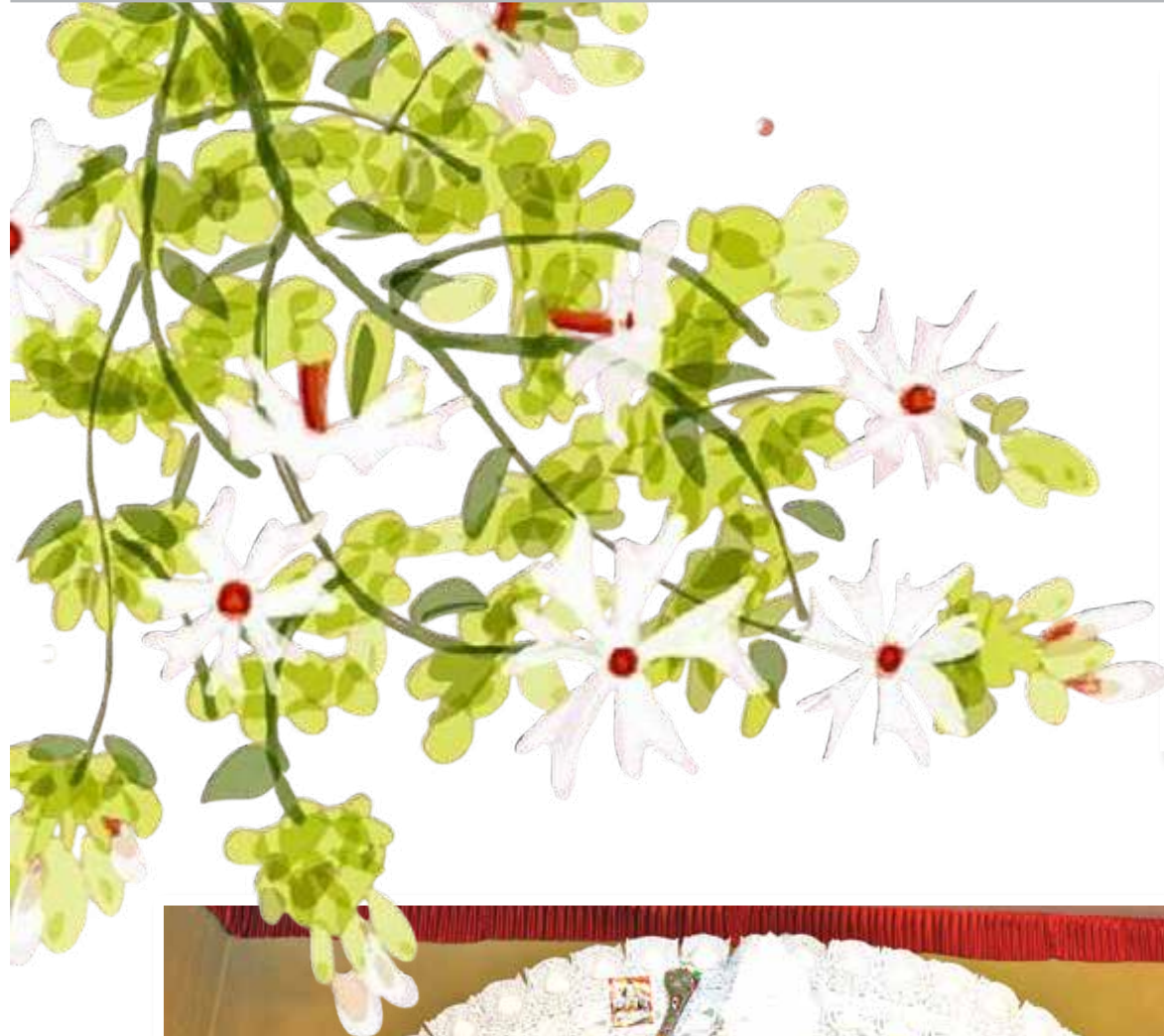
দুর্গার দশ হাতকে নারীর বহুমুখী জীবনের প্রতীক হিসেবে দেখা যায়। একজন নারী মা, কন্যা, শিক্ষিকা, চিকিৎসক,

বিন্দুবিসর্গ



সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সত্যনাট্যী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পাশে প্রচারকালি চক্রবর্তী কর্তৃক দুহাসচক্র তালুকদার সরণি, সূত্রায়পত্রি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িডাল, জলেশ্বরী ৭৩৪১৩৫ থেকে ছুটিল। কলকাতা অফিস : ২৪ হেফত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩৩০৪০০। কলকাতা গুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৩৬৬। কোচবিহার অফিস : সিলভায় জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫৭৮০৭। আলিপুরদুয়ার অফিস : এলবিএসটিসি ভিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার স্টো-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৮৭। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি সোড়ের কাছে), গোলাপটি, বঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯০৩। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩৩৯৭৯১, এলবিএসটিসি মালদেজার : ২৪৩৪৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৪২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কেলেশন : ৯৭৭৭৭৭৮৪৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৬৮৮৮, হোটিংটিসগ্রাফি : ৯৭৩৪৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Subyassati Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001. Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E-Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in



মণ্ডপের পথে উমা। আলিপুরদুয়ার। ছবি : আয়ুস্মান চক্রবর্তী



বারুপাড়া শক্তিসোপান রুাব। শিলিগুড়ি। ছবি : সূত্রধর



রাক ডায়মন্ড রুাবের প্রতিমা। গাজোল। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ



মেটেলি কালীবাড়ি। জলপাইগুড়ি। ছবি : রহিদুল ইসলাম



যমঠেকে কালচারাল ইউনিট। আলিপুরদুয়ার। ছবি : আয়ুস্মান চক্রবর্তী



কোচবিহার রামকৃষ্ণ আশ্রম। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়



ব্রতী সংঘ। বালুরঘাট। ছবি : মাজিদুর সরদার



শান্তিনগর সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি। ইসলামপুর। ছবি : রাজু দাস



নাট্যসংঘ রুাব। কোচবিহার। ছবি : জয়দেব দাস



নিউটাউনপাড়া আদি রুাব। জলপাইগুড়ি। ছবি : শানু শুভরুর চক্রবর্তী

সাহিত্য উৎসব

ইসলামপুরের ‘রোববারের সাহিত্য আড্ডা’র দেড় যুগ পৃষ্ঠি উপলক্ষে কিছুদিন আগে কিশলয় মঞ্চ অনুষ্ঠিত হল ‘যোড়শ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য উৎসব ২০২৬’। নুপুর বোস ভৌমিকের গানে সূচনা। প্রদীপ প্রজ্ঞানে ছিলেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, যাদব চৌধুরী, মেহেন্দী হেদায়েতুল্লাহ, প্রজ্ঞা হরি পাউডেল, নিশিকান্ত সিনহা, ডাঃ বিনয়ভূষণ বেরা, ডঃ বাসুদেব রায় ও পম্পা দাস সরকার। প্রথম পর্বে শুণীজন সংবর্ধনা ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় পর্বে সাহিত্য পাঠ। প্রকাশিত হয় ‘স্মরণিকা, ‘দীপ্তম’ পত্রিকা এবং ‘ডাঃ লুৎফর রহমানের প্রবন্ধ মানব চিন্তা’। স্কুল-কলেজের গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা পুরস্কৃত হন। বিভিন্ন সম্মানে অলিল সাহা, বামা চক্রবর্তী, সুমন মল্লিক, প্রজ্ঞা হরি পাউডেল, মিলনকুমার ধুসানা, সুব্রত সরকার, দীপাঞ্জলি বর্মন, জুই রায়, নাজমাভুল লায়লা, দুলাল দত্ত, রঞ্জন সাহা, দীপা চৌধুরী, সঞ্জীব বাগচী, প্রফুল্লকুমার বাগচী, আবিরা সেনগুপ্ত, দিলীপ দত্ত, নিশিকান্ত সিনহা ও পুনম বোস সম্মানিত হন। অরুণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সাহিত্য পাঠে ছিলেন যাদব চৌধুরী, শেবাল কর্মকার, অসমঞ্জস্য সরকার, সজল গুহ, ভবেন্দ্র দাস, ডাঃ স্বপনকুমার রায়, দীপাতিতা রায়, ডঃ বাসুদেব রায়, প্রসুন শিকদার ও পম্পা দাস সরকার। সঞ্চালনায় ছিলেন সুদীপ্ত ভৌমিক, অস্তিম গুহ ও চন্দন সিংহ।-*নিজস্ব প্রতিবেদন*

তিন স্বর

কোবিহার সাহিত্য সভা হলঘরে সম্প্রতি প্রকাশিত হল অমিতাভ চক্রবর্তীর ‘হলুদ পাকার বৃষ্টি’, প্রাণেশ পালের ‘ধর্মহীন কঙ্কাল’ এবং অভিজিৎ সেনের ‘বাক’ কাব্যগ্রন্থ। কবি সৈকত সেন ও দেবশ্রী রায়ের সঞ্চালনায়, সাহানাজ প্রামাণিকের উদ্বোধনী সংগীতে অনুষ্ঠানের সূচনা। স্বাগত ভাষণ দেন কবি সুবীর সরকার। বক্তব্য রাখেন ডঃ উজ্জ্বল আচার্য, অঞ্জনা দে ভৌমিক, অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, কল্যাণময় দাস, সুনীল সাহা ও প্রহ্লাদ ভৌমিক। অমিতাভের গ্রন্থ নিয়ে বলেন ডঃ জয় দাস, কবিতা পাঠ করেন অঞ্জনা মুখার্জি। অভিজিতের গ্রন্থ নিয়ে ব্রততী দাস, পাঠ করেন মনামী সরকার। প্রাণেশের গ্রন্থ নিয়ে পাঠ করেন উৎপলেন্দু পাল, প্রিয়াঙ্কা কর্মকার। তিন কবির অনুভূতির পর ছিল কবিতা পাঠের আসর। সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত এই আয়োজন যেন জানিয়ে গেল, কবিতার প্রতি মানুষের ভালোবাসা এখনও অমলিন।-*নিজস্ব প্রতিবেদন*

অন্য বার্তা

হিলিতে সাহিত্য আকাদেমি ও হিলি সরকারি কলেজের যৌথ উদ্যোগে কিছুদিন আগে ‘গ্রাম্যলোক’ অনুষ্ঠানে সাহিত্য, সংস্কৃতি, গ্রামীণ জীবন, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী অমলারতন বিশ্বাস, বিধায়ক বিদ্যুৎকুমার রায়, অধ্যাপক কৌশিকি মাঝি, ডঃ অভিজিৎ সরকার সহ অধ্যাপক, শিক্ষক, গবেষক ও পড়ুয়ারা। অনলাইনে শুভেচ্ছা জানান আকাদেমির প্রোগ্রামিং অফিসার অভিষেক রথ। বাংলা সাহিত্য সাহিত্য নিয়ে ডঃ সমিতকুমার সাহা, পুরাকীর্তি নিয়ে ডঃ সমিত ঘোষ, লোকসাহিত্য ও ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা নিয়ে সুবোধ দে, লোকসংস্কৃতি নিয়ে ডঃ গৌতম সরকার, লোকসাহিত্য নিয়ে জয়ন্ত আচার্য ও ডঃ কিশলয় জানা বক্তব্য রাখেন। ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। শেষে অধ্যাপক লতিফুল ইসলাম অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।-*নিজস্ব প্রতিবেদন*



নজরকাড়া।। কোচ রাজবংশী ইউথ ফেস্টিভালে।

বর্ণিল আয়োজন

কিছুদিন আগে কোচবিহারে এক হোটেলো অনুষ্ঠিত হল প্রথম বছরের কোচ রাজবংশী ইউথ ফেস্টিভাল। প্রথম দিন প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক নিখিলেশ রায়ের হাতে উদ্বোধনের পর ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা এবং ‘হাড্ডেড ইয়ার এভলুশন অফ রাজবংশী কমিউনিটি’ শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশন হয়। অংশ নেন নিখিলেশ রায়, মাধব অধিকারী, জগদীশ আসোয়ার, ডঃ বিষ্ণুজি রায়, অধ্যাপক গৌতম সরকার, শ্রাবন্তী রায় প্রমুখ। সঞ্চালনায় সৌমিত্র বর্মন। উৎসবের উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দ বর্মন।



ছন্দবদ্ধ।। মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম দুর্গা কিংকর সদনে ভরতাজুলির ৩৭তম বার্ষিক অনুষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

নকশালবাড়ি চক্রের হাতিঘিসার কেটুগাবুরজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্প্রতি পালিত হল ৫৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের নিজস্ব সাহিত্য পত্রিকা ‘প্রয়াস’-এর নবম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শহর ছাড়িয়ে সবুজ চা বাগানে যেরা প্রত্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ধারাবাহিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাচ, গান সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখর হয় আয়োজন। প্রদীপ প্রজ্ঞান ও উদ্বোধনী সংগীতে সূচনা। স্বাগত ভাষণ দেন প্রধান শিক্ষক কৌশিক আচার্য, যার উদ্যোগ ও পরিচালনাই ‘প্রয়াস’-এর পথ চলা। উপস্থিত ছিল পুলিশ প্রশাসন, জেলা শিক্ষা দপ্তরের পদাধিকারী, পড়ুয়া, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী স্থানীয় মানুষ এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রহ্লাদ বিশ্বাস, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা চায়না কুণ্ড পাল সহ অনেকে।-*অরুণ সরকার*

কোচ রাজবংশী গান এবং ভূপেন বাউ ডাস গ্রুপের পরিবেশনাও নজর কাড়ে। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মালতী রাভা রায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশাল লামা, সাংসদ মনোজ টিগ্গা প্রমুখ। অভিযিনদের হাতে আত্মপ্রকাশ করে রাজবংশী ভাষার অ্যাপ ‘উজাই’। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাওয়াইয়াশিল্পী অনিন্দিতা রায়ের দলের ‘চোরচুরি পাল্লা’, মিউজিক ব্যান্ড ভ্রমরের অনুষ্ঠান, কোচবিহারের চণ্ডিনুতা, হিমাঙ্গি দেউড়ি, অনিন্দিতা রায়, অনামিকা বর্মন ও বনশ্রী বিশ্বাসের ভাওয়াইয়া এবং অসমের বরপেচিলা ডাস অ্যাকাডেমির নৃত্য ছিল বিশেষ আকর্ষণ। প্রথম আয়োজনেই এই উৎসব সবার মন জয় করে নেয়।-*পার্থ নিয়োগী*

বৃক্ষবন্দনা

জলপাইগুড়িতে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হোমের শিশুদের নিয়ে ‘বৃক্ষবন্দনা’ অনুষ্ঠান করল সৃজনশীলধারা। রবীন্দ্রসংগীতের পর মনব-বৃক্ষ সম্পর্ক আলোচিত হয়। কিশোরীরা বৃক্ষরোপণ করে। ওডিশি নৃত্যশিল্পী শিবম ঘোষের রবীন্দ্রনৃত্য, আবাসিকদের সমবেত ‘মঙ্গল দীপ জ্বেলে’ গানও মন কাড়ে। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন বেতারশিল্পী মালবিকা চক্রবর্তী ও রচিত্রা চক্রবর্তী, আবৃত্তিতে দেবকন্যা চন্দ। সৃজনশীলধারা সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক জানানেন, তাঁদের লক্ষ্য পরিবেশ চেননা, অরণ্য সংরক্ষণ, সৌভ্রাতৃত্ববোধ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়।-*দীপঙ্কর মল্লিক*



ভরতাজুলির রবীন্দ্রসন্ধ্যা

মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম দুর্গাকিংকর সদনে ভরতাজুলির ৩৭তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে কিছুদিন আগে দুই দিন ধরে নৃত্যের নানা রঙে মুখর হয়ে উঠেছিল মঞ্চ। নৃত্য শিক্ষিকা অতসী পণ্ডিতের পরিচালনায় ভরতাজুলির হোট-বড় ছাত্রছাত্রীরা দর্শকদের মন জয় করে। শ্যামা, চণ্ডালিকা ও চিত্রাঙ্গদার ত্রিবিধ আখ্যান ঘিরে প্রথম দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ‘কিনকন্য’। বিষ্ণুভারতী, বাণীচন্দ্র মালদা ও ভরতাজুলির শিল্পীদের পরিবেশনায় শ্যামা ও সুরাপায় সুমনা চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গসেন ও অর্জুন দেবরাজ ভৌমিক, মায়ে য়োমিতা গুহ, প্রকৃত্তিতে অনুমোদা দাস, কুরুপায় দিপাঞ্জনা সিনকার এবং কোটালি গুরু কলামগুলম টি শংকরনারায়ণন নজর কাড়েন। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন অতসী পণ্ডিত। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাণীচন্দ্রের কণ্ঠধার বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী তনুশ্রী চক্রবর্তী। চিত্রাঙ্গদার কুরূপা ও চণ্ডালিকার

প্রকৃতির গানে শ্রীপাতা চক্রবর্তী, শ্যামা ও সুরাপায় গানে তনুশ্রী। বঙ্গসেনে সৌগত দাস, অর্জুন, কোটাল ও আনন্দের গানে সব্যসাচী দত্ত, উত্তীয় ও মদনের কণ্ঠে পর্বন্য বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ববীর দলের গান করেন সুস্মিতা সেনবর, কৃষ্ণকলি চক্রবর্তী, হোসেনমারা বেগম ও শমা দাস। তবলায় সন্দীপ মণ্ডল, মন্দিরায় তপন পণ্ডিত এবং ভাষ্য পাঠে রেশমি মজুমদার। ‘তিনকন্যা’র অসাধারণ পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। দ্বিতীয় দিনেও নানা আকর্ষণীয় নৃত্যনাট্যানের পাশাপাশি অতসী পণ্ডিতের পরিচালনায় ককিচাঁদার নৃত্যনাট্য ‘হিস্টেটে তৈতা’ ছিল বিশেষ আকর্ষণ। প্রথম দিনের বিভিন্ন স্বাদের নৃত্যপর্বের সঙ্গে এই নৃত্যগীতিকার মেলবন্ধন অনুষ্ঠানে এনে দেয় বিশেষ আবহ। দর্শকভরা প্রেক্ষাগৃহে পরিবেশিত প্রতিটি পর্বেরই ছিল শৈল্পিক যত্ন, ছন্দের নিবিড়তা ও নাট্যরসের স্বতন্ত্র উপস্থিতি।-*সৌকর্য সোম*

প্রকৃতির গানে শ্রীপাতা চক্রবর্তী, শ্যামা ও সুরাপায় গানে তনুশ্রী। বঙ্গসেনে সৌগত দাস, অর্জুন, কোটাল ও আনন্দের গানে সব্যসাচী দত্ত, উত্তীয় ও মদনের কণ্ঠে পর্বন্য বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ববীর দলের গান করেন সুস্মিতা সেনবর, কৃষ্ণকলি চক্রবর্তী, হোসেনমারা বেগম ও শমা দাস। তবলায় সন্দীপ মণ্ডল, মন্দিরায় তপন পণ্ডিত এবং ভাষ্য পাঠে রেশমি মজুমদার। ‘তিনকন্যা’র অসাধারণ পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। দ্বিতীয় দিনেও নানা আকর্ষণীয় নৃত্যনাট্যানের পাশাপাশি অতসী পণ্ডিতের পরিচালনায় ককিচাঁদার নৃত্যনাট্য ‘হিস্টেটে তৈতা’ ছিল বিশেষ আকর্ষণ। প্রথম দিনের বিভিন্ন স্বাদের নৃত্যপর্বের সঙ্গে এই নৃত্যগীতিকার মেলবন্ধন অনুষ্ঠানে এনে দেয় বিশেষ আবহ। দর্শকভরা প্রেক্ষাগৃহে পরিবেশিত প্রতিটি পর্বেরই ছিল শৈল্পিক যত্ন, ছন্দের নিবিড়তা ও নাট্যরসের স্বতন্ত্র উপস্থিতি।-*সৌকর্য সোম*

যাপন কথায় উৎসুক শহর



শিলিগুড়িকে। সবার সঙ্গে মিশে শহরকে চিনেছেন, আত্মস্থ করেছেন তিনি। ক দিন আগে মিত্র সম্মিলনীর প্রেক্ষাগৃহে ক্লাবের শতবার্ষিকী পূজার প্রাক্কালে প্রকাশিত হল তাঁর বইটি।

এক গ্রন্থের প্রকাশ অনুষ্ঠানে শহর কবে এমন ভিড় দেখেছে, মনে করতে পারেন না। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ক্রীড়ার শীর্ষস্থানীয়া এবং প্রবীণ ব্যক্তিত্বদের

সমাবেশই বইটির প্রতি শহরের গুরুত্ব স্পষ্ট করেছে। প্রকাশের দিনেই ৯১টি বই বিক্রি হয়ে যাওয়া তার প্রমাণ। বাবা বাবা লেখক, সাহিত্যিকদেরও এমন সৌভাগ্য জোটে না। বইটিতে শিলিগুড়ি গড়ে ওঠার পেছনে অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কথা আছে। আছে ছাত্রাবস্থায় চার মজুমদারের সঙ্গে লেখকের সখ্য এবং তিলক ময়াদনে খেলাধুলোর স্মৃতি। এক কথায়, শিলিগুড়ির উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমের মানুষের জীবন সম্পর্ক করেছে বইটি। গ্রন্থটি যুগ্মভাবে সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন প্রাবন্ধিক ডঃ সৌমেন নাগ ও লেখকের পুত্র সঞ্জিত

রবির আলোয়

‘সাংখ্য প্রকাশনী’র আয়োজনে কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ির সরোজেন্দ্রদেব রায়কত প্রেক্ষাগৃহে বাইশে শ্রাণ ও স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘রবির আলোয়’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার্ঘ্যের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে ফুটে উঠল দেশাত্মবোধের আবহ। সূচনা পর্বে ‘গীতাঞ্জলি’র নিবানচিত অংশ পরিবেশন করেন বাচিকশিল্পী সুবীর ভট্টাচার্য এবং সংগীতশিল্পী ও রবীন্দ্রগবেষক ডঃ পিয়াসী রায়। তাঁর পরিচালনা ও পরিচালনায় দ্বিতীয় পর্বে ‘শতকণ্ঠে স্বদেশ বন্দনা’ গীতিআলোখো আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ির আট থেকে আশি বয়সের শতাধিক শিল্পী সম্মিলিতভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সন্ধ্যাজিৎ রায়, এসরাজে প্রীতম চক্রবর্তী, কিবোর্ডে দীপঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশিত হয় ‘অন্তহীন রবি’ গ্রন্থ। সম্পাদক ডঃ



সমবেত।। জলপাইগুড়িতে ‘রবির আলোয়’ অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত।

বিশ্বাস। তবলায় তপন গঙ্গোপাধ্যায় ও বুবলাই সরকার, পারকারসনে ধ্রুবজিৎ রায়, এসরাজে প্রীতম চক্রবর্তী, কিবোর্ডে দীপঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশিত হয় ‘অন্তহীন রবি’ গ্রন্থ। সম্পাদক ডঃ

পিয়াসী রায়, সহ সম্পাদক শ্রুতি দত্ত রায়। বাংলা, রাজবংশী ও ইংরেজিতে গবেষণামূলক গদ্য, প্রবন্ধ ও কবিতা রয়েছে এই বইটিতে।-*অনসূয়া চৌধুরী*

প্রতিযোগিতা

‘সৌহার্দ’ র উদ্যোগে কিছুদিন আগে মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। শিশুকিশোরদের সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশই ছিল আয়োজনের লক্ষ্য। অঙ্কন, আবৃত্তি, কণ্ঠসংগীত ও প্রবন্ধ রচনায় বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির প্রতিযোগীরা অংশ নেয়। অঙ্কনে প্রাক প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি, আবৃত্তিতে প্রাক প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

এবং কণ্ঠসংগীতে চতুর্থ পর্যন্ত, পঞ্চম থেকে অষ্টম ও নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পৃথক বিভাগ ছিল। প্রবন্ধের বিষয় ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানবিক সংকট’। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পুরস্কার বিতরণী। প্রতিযোগী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সংস্থার কুস্তল দাস জানান, এমন উদ্যোগে জেলার নতুন প্রজন্মের সাংস্কৃতিক প্রতিভা আরও বিকশিত হবে।-*সৌকর্য সোম*



গুগলের ডেটাবেসে ‘বোহাডা’ মুখানাচ

নাসিক, ১৬ অক্টোবর : পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সহায়ী উপত্যকায় কান পাতলে এখনও শোনা যায় শতাব্দী প্রাচীন আদিবাসী মুখানাচ ‘বোহাডা’-র সুর। এবার সেই পাহাড়ি গুণ্ডি পেরিয়ে বোহাডা-র বর্ণময় মুখোশের গল্প সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্ববাসীর দরবারে। সৌজন্যে ‘গুগল আর্টস অ্যান্ড কালচার’। ১৭ অক্টোবর, আন্তর্জাতিক পারম্পরিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দিবসে এই প্ল্যাটফর্মে এক বিশেষ ডিজিটাল প্রদর্শনীর সূচনা করছে কলকাতার সামাজিক প্রতিষ্ঠান ‘বাংলা নাটক ডট কম’। প্রদর্শনীর নাম দেওয়া হয়েছে — ‘বোহাডা মাস্কস অ্যান্ড মিথস’।

নাসিক জেলার সুরগানা তালুকের এই আদিবাসী সংস্কৃতিকে উদযাপনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ৬৫টি বিশেষ মুখোশ ও তার আড়ালে থাকা পৌরাণিক কাহিনী। পেপারম্যাসে আর পরস্পরের নিখুঁত মেলবন্ধনে তৈরি এই মুখোশগুলোর মধ্যে দর্শনীয় রূপণ থেকে শুরু করে স্থানীয় দেবী মা জগদম্বার চরিত্র

একবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তবে এই উদ্যোগ শুধু প্রাচীন শিল্পকে বাচিয়ে রাখার খাতিরেই নয়, এর আসল লক্ষ্য হল সাংস্কৃতিক পর্বেটনের বিকাশ এবং কর্মসংস্থান। মহারাষ্ট্র পর্বটন উন্নয়ন নিগমের হাত ধরে পিম্পলসোড গ্রামে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে ‘বোহাডা ফোক ইনফরমেশন সেন্টার’। পাশেই ভোরমাল গ্রামে গড়ে উঠছে হোম স্টে, এগিয়ে এসেছে মহারাষ্ট্র সরকারের শবরী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। তরুণ প্রজন্মকে প্রাচীন শিল্পের পাশাপাশি আধুনিক নকশার প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করাই এখন পাখির চোখ।

উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ‘বাংলা নাটক ডট কম’-এর প্রতিষ্ঠাতা অমিতাভ ভট্টাচার্যের কথায়, এই পুরো উদ্যোগের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন আদিবাসী মানুষজন। তাদের সামাজিক সম্মান এবং আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করারই মূল উদ্দেশ্য। লোকশিল্পের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগলবন্দি আগামী দিনে প্রান্তিক অর্থনীতিতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলেই আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল।

মুখা নিবাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির লাগাতার বিক্ষোভ-প্রতিবাদের মধ্যেই সংসদের বিশেষ অধিবেশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি মাসের শেষেই ওই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হতে পারে বলে সুত্রের খবর। তাতে ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণ সম্পর্কিত সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করা হতে পারে।

এদিকে ডিলিমিটেশন নিয়ে আলোচনা চেয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবিতে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৃহত্তর আলোচনা ছাড়া কেন্দ্র ওই সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাশ করাতে চাইছে বলপূর্ণ অভিযোগ করেছেন তিনি। এর আগে এই ইস্যুতে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবিতে ১১ এপ্রিল, ১৬ জুলাই এবং ২৭ আগস্ট মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি।

কেন্দ্রের একটি শীর্ষ সুত্রের দাবি, লোকসভায় এই ঐতিহাসিক বিলগুলি

দেখা বা তারস্বরে ফোনে কথা বলা আর রোয়াত করা হবে না। এই নিয়ম ভাঙলে শুধু বকুনিতেই পার পাবেন না, হতে পারে সবচেঁি ৫,০০০ টাকা পারত! কিন্তু তাল কাটল পাশের সিটের সহযাত্রীর মোবাইলের বিকট শব্দ। কেউ তারস্বরে রিলস দেখছেন, তো কেউ স্পিকার অন করে ভিডিও কলে বাড়ির গল্প জুড়ে দিয়েছেন। এমন বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার মুখে পড়েননি, এমন ট্রেনযাত্রী খুঁজে পাওয়া ভার। তবে এবার যাত্রীদের এই ‘শব্দ-সম্রাস’ রূপান্তর কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে ভারতীয় রেল।

রেলের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ট্রেনে বা স্টেশন চত্বরে স্পিকারে জোরে গান শোনা, ভিডিও

দেখা বা তারস্বরে ফোনে কথা বলা আর রোয়াত করা হবে না। এই নিয়ম ভাঙলে শুধু বকুনিতেই পার পাবেন না, হতে পারে সবচেঁি ৫,০০০ টাকা পারত! কিন্তু তাল কাটল পাশের সিটের সহযাত্রীর মোবাইলের বিকট শব্দ। কেউ তারস্বরে রিলস দেখছেন, তো কেউ স্পিকার অন করে ভিডিও কলে বাড়ির গল্প জুড়ে দিয়েছেন। এমন বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার মুখে পড়েননি, এমন ট্রেনযাত্রী খুঁজে পাওয়া ভার। তবে এবার যাত্রীদের এই ‘শব্দ-সম্রাস’ রূপান্তর কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে ভারতীয় রেল।

রেলের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ট্রেনে বা স্টেশন চত্বরে স্পিকারে জোরে গান শোনা, ভিডিও



ট্রেনে তারস্বরে রিলস, হতে পারে জেল

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : ট্রেনের জানলার ধারের সিট, হাতে গরম চা আর বাইরের মনোরম দৃশ্য— সফরটা বেশ আরামদায়কই হতে পারত! কিন্তু তাল কাটল পাশের সিটের সহযাত্রীর মোবাইলের বিকট শব্দ। কেউ তারস্বরে রিলস দেখছেন, তো কেউ স্পিকার অন করে ভিডিও কলে বাড়ির গল্প জুড়ে দিয়েছেন। এমন বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার মুখে পড়েননি, এমন ট্রেনযাত্রী খুঁজে পাওয়া ভার। তবে এবার যাত্রীদের এই ‘শব্দ-সম্রাস’ রূপান্তর কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে ভারতীয় রেল।

রেলের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ট্রেনে বা স্টেশন চত্বরে স্পিকারে জোরে গান শোনা, ভিডিও



চিনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি ‘আকাশছোঁয়া’

শুষ্ক প্রাচীর ডিঙিয়ে মার্কিন মুলুকে রপ্তানি বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : বিপুল শুষ্কের খাড়া আর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তির টানা পোড়েন সত্ত্বেও আমেরিকায় লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি। অন্যদিকে, পড়াশি দেশ চিনে ভারতের রপ্তানি বাড়লেও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাণিজ্য ঘাটতি। বিপুল পরিমাণ আমদানির তুলনায় রপ্তানি কম হওয়াই ভারতের অর্থনীতির পক্ষে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকায় ভারতের পণ্য রপ্তানি ১১.১ শতাংশ বেড়ে ৫,০৮১ কোটি ডলারে পৌঁছে গিয়েছে, যা গত বছর ছিল ৪,৫৭৩ কোটি ডলার। ট্রান্সপ সরকারের বাণিজ্যনীতির অনিশ্চয়তা এবং ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশের মতো দেশগুলির সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও আমেরিকার বাজারে এই রপ্তানি বৃদ্ধি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে নিঃসন্দেহে স্বত্বদায়ক।

কিন্তু চিনের ক্ষেত্রে খবটা পুরোপুরি



তেরঙা ওড়ালে হল না। ফের আটক আইসা নেত্রী নেহা বোরা। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

অক্টোবরেই বিশেষ অধিবেশনের জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : এসআইআর এবং মুখা নিবাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির লাগাতার বিক্ষোভ-প্রতিবাদের মধ্যেই সংসদের বিশেষ অধিবেশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি মাসের শেষেই ওই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হতে পারে বলে সুত্রের খবর। তাতে ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণ সম্পর্কিত সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করা হতে পারে।

এদিকে ডিলিমিটেশন নিয়ে আলোচনা চেয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবিতে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৃহত্তর আলোচনা ছাড়া কেন্দ্র ওই সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাশ করাতে চাইছে বলপূর্ণ অভিযোগ করেছেন তিনি। এর আগে এই ইস্যুতে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবিতে ১১ এপ্রিল, ১৬ জুলাই এবং ২৭ আগস্ট মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি।

কেন্দ্রের একটি শীর্ষ সুত্রের দাবি, লোকসভায় এই ঐতিহাসিক বিলগুলি



- চলতি মাসের শেষেই বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারে কেন্দ্র
- ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণ সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করাই লক্ষ্য
- বিল পেশের আগে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবিতে মোদিকে চিঠি খাড়গের

পাশ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় আসনসংখ্যা বা শক্তি ট্রেজারি বেশের কাছে রয়েছে। বিলগুলি নিয়ে ভোটাভূতির সম্ভাবনাও রয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সীমানা পুনর্নির্ধারণ এবং

মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি লোকসভায় আটকে গিয়েছিল। এর পর বাদল অধিবেশনে বিলটি পুনরায় আনার কথা থাকলেও নিট প্রশ্ন ফাঁস বিতর্ক, ধর্মোন্মত্ত প্রধানের শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফার জেরে সরকারকে সেই মুহূর্তে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল।

সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করাতে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ অন্তত ৩৬০টি আসনের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। এনিউএ-র হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও ওই দুটি বিল পাশ করানোর মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যা নেই। সুত্রের খবর, ভূগমূল কংগ্রেসের ২০ জন বিরোধী এবং শিবসেনা (ইউবিটি)-র ৬ জন সাংসদ শাসক শিবিরের দিকে পা বাড়ানোয় কেন্দ্রের অবস্থান শক্ত হয়েছে। ডিএমকে এবং আরও কয়েকটি ছোট দলকেও পাশে টানার চেষ্টা চলছে। ১৬ ও ২৭ অক্টোবর ১২তম ব্রিকস পালমেস্টারি ফোরামের বৈঠক হওয়ার কথা। সুত্রের খবর, ওই আন্তর্জাতিক কর্মসূচির কথা মাথায় রেখেই অধিবেশনের তারিখ চূড়ান্ত করতে পারে কেন্দ্র।

সরকার উচ্ছেদের চক্রান্ত : রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : কংগ্রেস এবং ককরোট জনতা পার্টির নেতৃত্বে রাজধানীতে চলতে থাকা জ্ঞানেশ বিরোধী বিক্ষোভ প্রতিবাদ সংঘটিত হচ্ছে তাতে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা বিরোধী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ছায়া দেখছে কেন্দ্র। বিরোধী নেতাদের মুখে ‘রেজিম চেঞ্জ’-এর যে কথা শোনা যাচ্ছে তাও বাংলাদেশের আদলে বলে অভিযোগ করেছে। যদিও কংগ্রেস সহ বিরোধীদের মতে, রেজিম চেঞ্জ বা সরকার বদলের কথা বলার মতো ভুল কিছু নেই। গণতন্ত্রে নিবাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলকে কুর্সিচ্যুত করাটাই দস্তুর।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শুক্রবার অভিযোগ করেন, ‘বাংলাদেশের আদলে এদেশেও রেজিম চেঞ্জ বা সরকার বদল করতে চাইছে কংগ্রেস ও তার শরিকরা। তারা নিবাচনি সংস্কার চাইছে না। তাদের লক্ষ্য এসআইআর বা দেশের মুখ্য নিবাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার নন। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, দেশের সরকার বদল।’ তিনি বলেন, ‘কংগ্রেস এবং তার শরিকরা রাজনৈতিক স্বার্থে

তরুণদের ব্যবহার করছে এবং দেশগঠনের বদলে অরাজকতা ছড়াচ্ছে।’ বলেন, ‘অরাজকতার রাজনীতির মাধ্যমে দেশের তরুণ সমাজকে দাবার ঝুঁটি করা হচ্ছে।

গণতন্ত্র মানে বিশ্বাঙ্খলা সৃষ্টি করা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করা বা ভারতের উন্নয়নযাত্রার পথ রুদ্ধ করা নয়। রাজনাথ সিং

বাংলাদেশে যেভাবে সরকার বদল হয়েছিল, ভারতেও সেই একই নকশা বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে।’ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে ইশিয়ারি দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী



বাড়ির দুর্গাপূজায় মা তনুজার সঙ্গে অভিনেত্রী কাজল, তানিশা। শুক্রবার মুম্বইতে।

খাড়গের মন্তব্যে অস্বস্তিতে রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : কংগ্রেস থেকে বিজেপি এবং অন্য দলে নাম লেখানো বহু নেতা রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল বলে ঠাটা করছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাতে দৃশ্যতই অস্বস্তিতে পড়লেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। পরিস্থিতি সামলাতে শেষমেশ ঠাকুরা ইন্দিরা গান্ধির মন্তব্যকে হাতিয়ার করতে বাধ্য হলেন রাহুল। বৃহস্পতিবার দলের সদরদপ্তরে এনএসইউআই এবং যুব কংগ্রেসের জন্য যাটকে কর্মীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় বসেছিলেন রাহুল এবং খাড়গে। ছিলেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও।

সুত্রের খবর, কথার মাঝে রাহুল দলের কর্মীদের বলেন, ‘জ্যোতিরাদিতি সিদ্ধিয়া, গুলাম নবি আজাদের মতো একাধিক নেতা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কাপুরুষ আর নেতৃত্বাধীন চলে যাওয়ার পর দলে এখন শুধু সিংহরাই রয়ে গিয়েছেন।’ তাঁর কথা শুনে হাসিমুখে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘যারা চলে গিয়েছেন তারা ওঁরই বন্ধু ছিলেন।’ দলের সভাপতির এই মন্তব্যে বেশ অস্বস্তিতে

আমি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। কাউকে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে মনে হতে পারে কিন্তু তিনি আমার বন্ধু নন। আবার কাউকে শত্রু মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি বাস্তবে আমার শত্রু নন। রাহুল গান্ধি

পড়েন রাহুল। তিনি তখন বলেন, ‘আমার বোন এখানে বসে আছে। উনি জানেন (সিদ্ধিয়া)

আমার বন্ধু ছিলেন না।’ ইন্দিরা গান্ধির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘আমার রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ হয়েছে ঠাকুরার কাছে। একবার আমি ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু কে? তখন উনি আমাকে বলেছিলেন, ওঁর কোনও প্রিয় বন্ধু নেই। একজন ভদ্রমহিলা নিয়মিত আমাদের বাড়ি আসতেন। তাঁর নাম ধরে বলেছিলাম, উনি কি তোমার প্রিয় বন্ধু নন? জবাবে আমার ঠাকুরা বলেছিলেন, না, আমি ওঁর প্রিয় বন্ধু হতে পারি। কিন্তু উনি আমার প্রিয় বন্ধু নন।’

কংগ্রেস সভাপতিকে রাহুলের সাফ কথা, ‘আমি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। কাউকে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে মনে হতে পারে কিন্তু তিনি আসলে আমার বন্ধু নন। আবার কাউকে আমার শত্রু বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি বাস্তবে আমার শত্রু নন। ফলে কারা আমার প্রকৃত বন্ধু সেটা আপনার পক্ষে ঠাহর করা কঠিন।’ দু-বার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ফসকে গেলেও খাড়গে যেভাবে কংগ্রেসের মতাদর্শ আঁকড়ে রয়েছেন তারও প্রশংসা করেন রাহুল।

জনগণনার কাজে এবার বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : ভারতের জনগণনার তথ্য সংগ্রহের কাজে মূলত সরকারি আধিকারিক এবং সরকারি স্কুলের শিক্ষকদেরই নিয়োগ করা হয়। তবে এবার সেই নিয়মে বড়সড়া বদল আনল কেন্দ্র। ১৯৯০ সালের জনগণনারিধি সংশোধন করে শুক্রবার নতুন গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল মৃদুঞ্জয়কুমার নারায়ণ।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসন চাইলে এখন থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদেরও গণনাকারী হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে। সংশোধিত নিয়মে সরকারি বা বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যবিহীন সংস্থা, ব্যাংক, ট্রাস্ট এবং সমিতির কর্মীদেরও এই কাজে যুক্ত করার আইনি পথ প্রশস্ত করা হয়েছে।

সম্প্রতি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের জনগণনার কাজে ব্যবহারের বিরোধিতা করে মামলা করেছিল ‘হরিয়ানা প্রোগ্রেসিভ

নিয়ম বদল কেন্দ্রের



স্কুলস কমফারেন্স’। তাদের যুক্তি ছিল, ১৯৮৮ সালের জনগণনা আইন অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষকদের এই কাজে লাগানোর কোনও আইনি বৈধতা নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৮ অক্টোবর হাইকোর্ট হরিয়ানা সরকারের নির্দেশিকার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে।

পূর্ববৈক্ষক মহলের মতে, এই আইনি জটিলতা কাটতেই কেন্দ্র সরকারি জনগণনাবিধি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে আগামী দিনে দেশজুড়ে জনগণনার কাজে বিপুল সংখ্যক বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মীদেরও দেখা যাবে।



বাংলাদেশে ২৪ হাজার মণ্ডপে দুর্গাপূজো

এএইচ খান্দিমান

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর : ষষ্ঠী পূজোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে শুরু হল হিন্দুদের প্রধান উৎসব ষারদীয় দুর্গাপূজো। দেশজুড়ে প্রায় ২৪ হাজার মণ্ডপে উৎসবের আনন্দ মেতে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। এবারের পূজোয় টানা পঁচদ্দিনের সরকারি ছুটি থাকায় পরিবার-পরিজন নিয়ে উৎসবে শামিল হওয়ার বাড়তি সুযোগ মিলেছে। মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে আরাধনা, আলোকসজ্জা ও নানা আয়োজন।

বছর ঘুরলেই পঞ্জাবে বিধানসভা ভোট। তার আগে মাদক ইস্যুতে কড়া সুরে রাজ্যের ভগসুত মান সরকারকে বিমোহিত অমিত শা। মানসায় মাদকবিরোধী আন্দোলনের কর্মী পরবিন্দর সিং ষোটার মমাতিক হত্যার ঘটনাকে সামনে রেখে তিনি বলেন, ‘পঞ্জাব এখন মাদক, গ্যাংস্টারবাদ এবং সংগঠিত অপরাধের ক্রমবর্ধমান বিপদের গ্রামে। রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্বটা কার? পঞ্জাবে মানুষ প্রতিশ্রুতি চান না। তাঁরা উত্তর চান। যোগ্য নয়, ফলাফল চান।’ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাদকমুক্ত, গ্যাংস্টারমুক্ত নিরাপদ

পঞ্জাবে মাদক, নিন্দায় একসুর শা ও রাহুলের

নয়াদিল্লি ও চণ্ডীগড়, ১৬ অক্টোবর : পঞ্জাবে মাদক পাচার এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধী চাপানউতোর ক্রমশ বাড়ছে। আপের জমানায় রাজ্যে মাদকের বাড়াবাড়নের জন্য একসুরে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের অংশ হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস যেভাবে আপের বিরুদ্ধে বিজেপির সুরে সুর মিলিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে তাতে জোটের অন্দরেও অশান্তির মেঘ দানা বেঁধেছে।

বছর ঘুরলেই পঞ্জাবে বিধানসভা ভোট। তার আগে মাদক ইস্যুতে কড়া সুরে রাজ্যের ভগসুত মান সরকারকে বিমোহিত অমিত শা। মানসায় মাদকবিরোধী আন্দোলনের কর্মী পরবিন্দর সিং ষোটার মমাতিক হত্যার ঘটনাকে সামনে রেখে তিনি বলেন, ‘পঞ্জাব এখন মাদক, গ্যাংস্টারবাদ এবং সংগঠিত অপরাধের ক্রমবর্ধমান বিপদের গ্রামে। রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্বটা কার? পঞ্জাবে মানুষ প্রতিশ্রুতি চান না। তাঁরা উত্তর চান। যোগ্য নয়, ফলাফল চান।’ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাদকমুক্ত, গ্যাংস্টারমুক্ত নিরাপদ

পঞ্জাব এখন মাদক, গ্যাংস্টারবাদ এবং সংগঠিত অপরাধের বিপদের গ্রামে। রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্বটা কার? অমিত শা

দেখা।’ শা-র সুরে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন আপ সরকারের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধিরও অভিযোগ, ‘রাজ্যে মাদকের বিরুদ্ধে

সরব হওয়া ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে আপ সরকার।’ মাদকবিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর হামলা, হেফাজতে নিযাতিনের অভিযোগ এবং মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গিয়ে উলটে অভিযোগকারীদেরই পুলিশ পদক্ষেপের মধ্যে পড়ার মতো কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরে পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাহুলেরও প্রশ্ন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষদের নিরাপত্তা দেবে কে? রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে যে মাদকের কারবার, তা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলন চালিয়ে যাবে।’

শুধু রাহুল গান্ধিই নন, পঞ্জাবে মাদক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলটও। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে ‘চিটা’ নামে পরিচিত সিন্ধেটিং মাদক এমন সহজলভ্য হয়ে উঠেছে যে বাড়িতে তা পৌঁছে দেওয়ার গতি পিঞ্জা বা কোকা-কোলার সরবরাহেরও ছাপিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে গ্যাংস্টার-সংক্রান্ত হিংসা এবং প্রোভেড হামলার ঘটনাও তুলে ধরে তিনি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কালীপূজোর শহর ধূপগুড়িতে দুর্গাপূজোর জৌনুস বরাবরই ফিকে হলেও দর্শক টানার মতো পুজোর অভাব নেই। সরকারি পুজো সম্মানে চার ক্যাটিগোরিতেই বাজিমাত শহরের চার পুজোর। ওদিকে ইসলামপুরে বৃন্দাবন ও তামিলনাড়ুর মন্দির থেকে অপচয়-রোধের বার্তা, থিমের চমক দিতে প্রস্তুত উদ্যোক্তারা। ঘুরে দেখলেন সপ্তর্ষি সরকার এবং অরুণ বা।

পুজো পরিক্রমা ধূপগুড়ি ও ইসলামপুর



ইসলামপুর দক্ষিণ দেশবন্ধুপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজোর প্রতিমা। শুক্রবার।-সূদীপ্ত ভৌমিক

ধূপগুড়ি

মিলন সংঘ

থিম : মা, আমিও তো নারী

কী দেখবেন হাসপাতালপাড়া এলাকার এই মণ্ডপে নারী জীবনের অন্ধকার দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নয় হাজার বর্গফুট এলাকাজুড়ে স্থানীয় শিল্পীদের কাজ এবং শিল্পী কণ্ঠস্বর বর্মনের তৈরি মডেল দর্শককে আকর্ষণ করবেই।

বৈরাতিগুড়ি সর্বজনীন

স্থায়ী বারোয়ারি নাট মন্দিরে এই পুজো সাবেকিয়ানা এবং বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্য শহরের অন্যতম বড় আকর্ষণ।

কী দেখবেন আয়োজনের আতিশয্যের বদলে পুজো আচার ভিড় টানে প্রতিবার। অষ্টমীতে এই পুজো রূপ নেয় ম্যাডান্ন স্কোয়ারেরে।

নবজীবন সংঘ

থিম : কালের দর্পণে মহাভারত

কী দেখবেন পরিবেশবান্ধব সামগ্রীতে মহাভারতের এক টুকরো প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপজুড়ে। সেইসঙ্গে সব বয়সদের জন্য সেলফি জেন। পুজোর দিনগুলোতে সংগীতানুষ্ঠান থাকছে পুজো মঞ্চে।

মধ্যপাড়া ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাব

কাল্পনিক মন্দির এবং রাজসিক দেবীমূর্তিতে দর্শক টানছে এই ক্লাব

কী দেখবেন এলইডি আলোর টাউস তোরণের বাইরে আলোকসজ্জাতেও ভিভার ছাপ রেখেছে এই পুজো।

মায়ের থান

এই মন্দিরের স্থায়ী মণ্ডপে দেবী দুর্গার পুজো ধূপগুড়িবাসীর মাস্ট ভিজিট স্পট।

পশ্চিমপাড়া বারোয়ারি

ধূপগুড়ি শহরের প্রাচীনতম পুজো এটি। এবার ১২৭তম বর্ষ। ধূপগুড়ি পুর ময়দান আয়োজিত এই পুজো মাঠের পুজো নামেই পরিচিত। সাবেকিয়ানার ছোঁয়া মণ্ডপজুড়ে।

আকর্ষণ জমাটি আড্ডা, নাচ-গান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এই পুজোর মূল আকর্ষণ।

দক্ষিণায়ন ক্লাব

থিম : উদয়পুরের শিব মন্দির

কী দেখবেন রাজস্থানের একটি শিব মন্দিরের আদলে ৮২ ফুট চওড়া এবং ৭৫ ফুট উঁচু সুবিশাল থিম মণ্ডপে কলার খোসা, রুদ্রাক্ষ সহ বিভিন্ন ফলের বীজ ব্যবহার করা হয়েছে।

নেতাজিপাড়া সর্বজনীন

থিম : ফিরে দেখা দিনগুলি

কী দেখবেন চাল ঝাড়ার কুলো থেকে কাঁশের চাটাই, বেড়া সবই জাগয়া পেয়েছে থিমের মণ্ডপে। মূর্তিতেও রয়েছে চিরাচরিত সাবেকি ছাপ।

উত্তরায়ণ ক্লাব

থিম : কলিস ভরা সোনার ফসল

কী দেখবেন বাংলার কৃষি এবং কৃষকের কৃষ্টি এবং সৃষ্টি নিয়েই সেজে উঠেছে মণ্ডপ। সূর্য ডুবতেই আলোর কারসাজি দর্শক টানছে।

যুবতীর্থ ক্লাব ও পাঠাগার

থিম : সাবেকিয়ানা

কী দেখবেন স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি এই মণ্ডপ না দেখলে ধূপগুড়ির দুর্গাপুজো বোরা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

ইসলামপুর

দেশবন্ধুপাড়া আদর্শ সংঘ ক্লাব

থিম : বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির

কী দেখবেন মণ্ডপের ভিতরের দেওয়ালে ফোমের তৈরি নানা মডেল এবং ওপরের অংশে রাজা-রাজজাদুদের দোতলা মহলের আদলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আকর্ষণীয় কারুকার্য।

কমল মেমোরিয়াল ক্লাব

থিম : তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুরের মন্দির

কী দেখবেন বাইরে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জার পাশাপাশি মণ্ডপের ভিতরের দেয়ালে হোগলা পাতার বিভিন্ন কারুকার্য ও মডেল বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

নেতাজিপল্লি ব্লকপাড়া দুর্গাপুজো

থিম : বিশ্বজুড়ে শান্তি আসুক ফিরে।

কী দেখবেন মণ্ডপের বিভিন্ন জায়গায় স্থান পেয়েছে গৌতম বুদ্ধের মুখমণ্ডল। মণ্ডপের ভিতরে চারিদিকে ফোম দিয়ে তৈরি বিভিন্নরকম রঙিন কারুকার্য নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের।

স্কুদিরামপল্লি আমরা সবাই দুর্গাপুজো

থিম : অল্পপূর্ণা শূন্য পাতে।

কী দেখবেন খাবারের অপচয় ও খাদ্যসংকটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরে খাবারের অপচয় রোধে সচেতনতার বাতা দিতে উদ্যোগী পুজো কমিটি।

নিউটাউন অভিযাত্রী ক্লাব

থিম : কাপের ক্যানভাস

কী দেখবেন প্রায় এক লক্ষেরও বেশি চায়ের কাপ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে মণ্ডপসজ্জা।

মণ্ডলপাড়া দুর্গাপুজো কমিটি

থিম : তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম মন্দির

কী দেখবেন ফাইবারের বিভিন্ন মডেল ও ফোমের কারুকার্য দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ। প্রবেশপথের দু'পাশে রয়েছে আলোকসজ্জা।

চোপড়াঝাড় সুভাষনগর সর্বজনীন

দুর্গাপুজো কমিটি

থিম : বাবা

কী দেখবেন প্রধানত শ্রমজীবী বাবাদের জীবনের পরিশ্রমের ছবিই বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে। এছাড়া রয়েছে নজরকাড়া আলোকসজ্জা।

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৬ অক্টোবর : মুন্সরী মায়ের আরাধনাকে কেন্দ্র করে আনন্দ-আয়োজনের শেষ নেই। কিন্তু চিম্বরী মায়েরদের জন্য নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয় এবং সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর সুবিধাটুকু নেই। গ্রাম বা মফসসল নয়, এমন পরিস্থিতি জেলা শহরে। জেলার চার শহরের বড় বাজেরটের পুজোমণ্ডপগুলোতেও এমন সুবিধা নজরে পড়েনি দেবী দর্শনে ভিড় জমানো মায়েরদের। কোথাও সাইনবোর্ড থাকলেও, কোথায় রয়েছে শৌচালয় বা ব্রেস্টফিডিং কনার, দিকনির্দেশ না থাকায় বুঝতে পারেননি অনেকেই।

জেলা শহরের হাতেপোনা বড় পুজোমণ্ডপে রয়েছে অগ্নিবিবপন ব্যবস্থা। সিসি ক্যামেরায় নজরদারি বা প্রবেশ-প্রস্থানের পৃথক পথ দেখা গেলেও, মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায়নি ব্রেস্টফিডিং কনার। যদিও উদ্যোক্তাদের অনেকেই মৌনভাবে বলে দাবি করছেন। যেমন জলপাইগুড়ির দিশারি ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মির্টন চৌধুরী বলেন, ‘পানীয় জল, শৌচালয়,



জলপাইগুড়ি কদমতলা দুর্গাবাড়ি (বাঁদিকে) ও ময়নাগুড়ি হাসপাতালপাড়ার মণ্ডপ। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও অভিরূপ দে

ব্রেস্টফিডিংয়ের জন্য আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।’ মালবাজার শহরেও পরিস্থিতি প্রায় একইরকম। দুই নম্বর ক্যান্টেন্স সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় ব্রেস্টফিডিং কনার এবং শৌচালয় থাকলেও, বাকি পুজোগুলিতে এমন ব্যবস্থা নজরে পড়েনি। মহিলাদের শৌচালয় বা মায়েরদের জন্য সন্তানকে দুগ্ধপান করানোর কেন ব্যবস্থা নেই? সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারছে না কোনও পুজো কমিটি।

ময়নাগুড়ি শহরের বড় পুজোমণ্ডপগুলোর মধ্যে ওয়েস্ট আনন্দনগর ইউথ ক্লাবের পুজো পরিসরে বরাবরই পানীয় জল, শৌচালয়ের ব্যবস্থা থাকে। এবারেও তার অনাথা হয়নি। তবে বড় পুজোর বেশিরভাগেই মহিলাদের শৌচালয় বা ব্রেস্টফিডিং কনার চোখে পড়েনি। এ প্রসঙ্গে দেবীনগর সানরাইজ ক্লাবের সম্পাদক কানু গোস্বামীর বক্তব্য, ‘মণ্ডপ সংলগ্ন নিজস্ব দ্বিতল ভবনেই আমরা মহিলাদের জন্য এমন সুবিধা রাখি। আপৎকালীন পরিস্থিতি

মোকাবিলায় আমাদের নিজস্ব অ্যাম্বুল্যান্সও মোতায়ন থাকে।’

অতীতে এ নিয়ে একাধিকবার বিতর্কের পর এবার পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে ধূপগুড়ি শহরে। বিগ বাজেরটের প্রায় প্রতিটি পুজো কমিটিই মহিলাদের জন্য শৌচালয়, এমনকি মণ্ডপ পরিসরেই ব্রেস্টফিডিং কনার গড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই রীতিমতো সাইনবোর্ড সেট্টে এবং মাইকেও তা প্রচার করা হচ্ছে। ধূপগুড়ি নবজীবন সংঘের পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় দত্তের কথায়, ‘এনিয়ে গত

কয়েক বছরে আলোচনা করেছি আমরা। এ বছর সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’ শহরের আরও তিনটি পুজো পরিসরে ব্রেস্টফিডিং কনার চোখে পড়েছে।

পুজো ঘুরতে বেরিয়ে তরুণী থেকে মহিলাদের সবথেকে বড় যে সমস্যা পড়তে হয়, সেই শৌচালয় তৈরি নিয়ে সরকারি স্তরেও প্রচার সেভাবে নেই।

তথ্য : অনসূয়া চৌধুরী, অনীক চৌধুরী, সোমনাথ দত্ত, বাণীব্রত চক্রবর্তী, সপ্তর্ষি সরকার।

মূর্তিতে রুদ্রের অনুভূতির প্রকাশ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

মূর্তির ঠাই হয়েছে মণ্ডপে। সেবক রোডের মানসরোবর ক্লাব অতি যত্নে রুদ্রের প্রতিমা নিয়ে গিয়েছে।

আপন খেয়ালে শিল্পী সে। ওর বাবা দীনেশ জানান, মূর্তি গড়বে ঠিক করে একদিন নিজে নিজেই গিয়েছিল শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। সেখান থেকে মাটি, খড় সংগ্রহ করে। তারপর বাড়ির বারান্দায় মূর্তি তৈরি শুরু করে। কাঠামো তৈরি হলে যত্নে মাটির প্রলেপ দেয় প্রতিমায়। রোদে শুকিয়ে রংয়ের কাজ শুরু করে। সাজসজ্জার জন্য বাজার থেকে গয়না, শাড়ি সবকিছু নিজেই পছন্দ করে নিয়ে এসেছে। মা শম্পা জানান, বছর দুয়েক আগে শিবের মূর্তি গড়েছিল। সেটাই ওর প্রথম মূর্তি গড়া।

কাকা দীপক রায়ের কথায়, ‘ছোটবেলা থেকে কথা বলায় ওর সমস্যা ছিল। পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত কোনও কথা বলত না। চিকিৎসকের কথায় স্কুলে ভর্তি করাই। ধীরে ধীরে কথা বলা শুরু করেছে। তবে এখনও অস্পষ্টতা যায়নি।’



শখের দুর্গা প্রতিমা গড়ছে রুদ্র রায়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

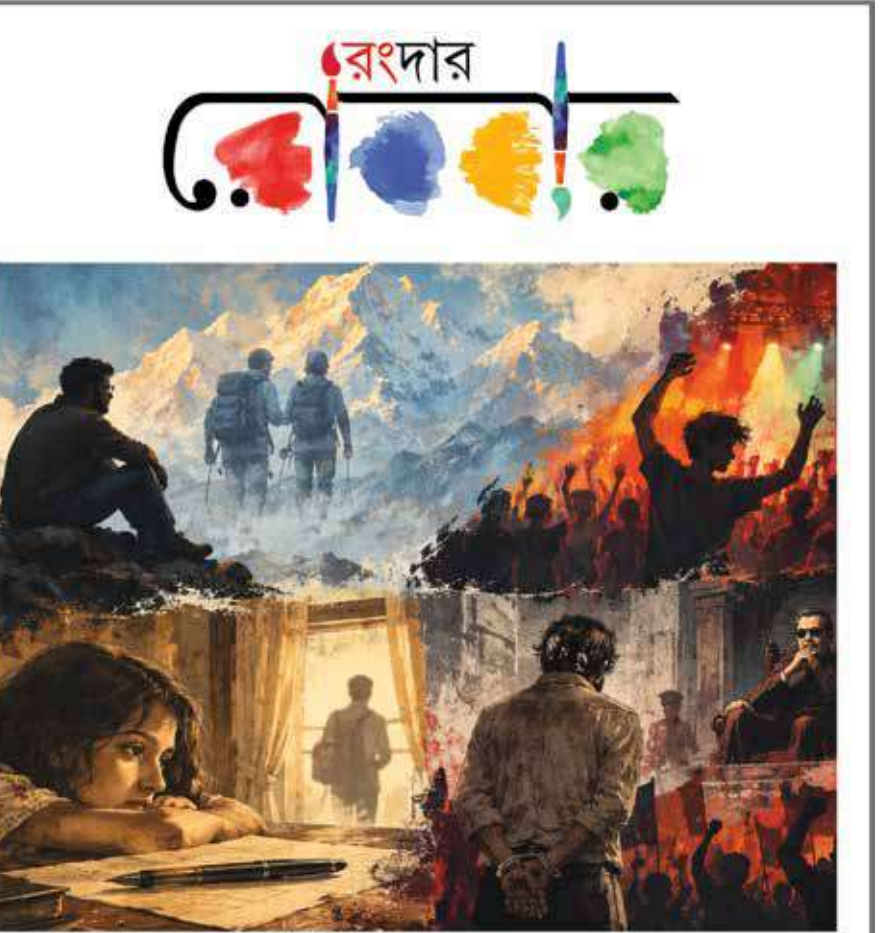
শহরে সাফাই দল

শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে ওয়ার্ডভিত্তিক দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি দলে পাঁচজন সদস্য আছেন। ওই দলের সদস্যরা ওয়ার্ডের পাশাপাশি পুজোমণ্ডপ চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখার কাজও করছেন। এক অধিকারিক বলেন, ‘জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে ক্ষেত্রেই ওয়ার্ডভিত্তিক দল গঠন করা হয়েছে। নিয়মিত নজরদারিও চালানো হচ্ছে।’

ওয়ার্ডভিত্তিক দলের সদস্যরা বিভিন্ন বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের পাশাপাশি পুজো মণ্ডপগুলিতেও নজরদারি চালানেন। প্রতিদিন দুপুর নাগাদ প্রতিটি মণ্ডপ চত্বর পরিষ্কার করা হবে। সেই সঙ্গে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দুপুরের পর ফের সাফাই অভিযান চালানো হবে। শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পুরনিগমের তরফে ক’দিন আগে ১২টি আবর্জনা সাফাইয়ের গাড়ি পথে নামানো হলেও সকালের দিকে জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে গতি খানিক কম বলে জানা গিয়েছে। পুরকর্তাদের দাবি, শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে বর্শ দিয়ে গেট বানানো হয়েছে। তার জেরে বড় গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে খানিকটা সমস্যা হচ্ছে। যদিও বেলা গড়াতেই আবর্জনা সংগ্রহের কাজে গতি আসছে বলে জানিয়েছেন পুরকর্তারা।

বই বিক্রি

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : যষ্টীর মধ্যেই শিলিগুড়িতে ভালো সাড়া পেলে বামদের বুকস্টল। কেন্দ্রীয় স্টল থেকে প্রায় ১২ হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে সিপিএমের তরফে জানানো হয়েছে। শুক্রবার সিপিএমের জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে বামদের কেন্দ্রীয় বুকস্টলের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক এবং প্রবীণ নেতা জীবেশ সরকারও।



চতুষ্কোণ

চারটি চরিত্র। চার রকম হারিয়ে যাওয়া। অভিরূপ অতীতের ক্ষত ভুলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে খোঁজে সঙ্গ। বাবাই হারিয়ে যায় ডিজের শব্দে মজে থাকা ভিড়ে। রূপা আঁকড়ে ধরে অসম্পূর্ণ ভালোবাসার স্মৃতি। আর সুমোর মৃত্যুদণ্ডের সামনে দাঁড়িয়েও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে প্রতিবাদ। নিঃসঙ্গতা, বিস্মৃতি, প্রেমের অপূর্ণতা ও মূর্তির আকাঙ্ক্ষা ঘিরে পুজোর ক’টা দিনের জন্য এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদে চারটি ভিন্ন স্বাদের গল্প।

ছোটগল্প কৌশিকরঞ্জন খাঁ, শ্বেতা সরখেল, শান্ত বোস ও শৌর্য চৌধুরী

রম্যরচনা তুষারকান্তি ঘোষ

অণুগল্প রমা ঘোষ ও শংকর সাহা

কবিতা বৈশাখী নাগিস, পবিত্রভূষণ সরকার, অনুভব সরকার, ফজলুল ইসলাম ও সঞ্জয় বিশ্বাস

পুজোর বাজারে মায়ানমারের ইলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : হায়দরপাড়ার বাজারে ইলিশ খুঁজতে এসেছিলেন বছর পঞ্চাশের প্রশান্ত রায়। সামনে সাজানো ইলিশ দেখে মাছ বিক্রেতাকে প্রশ্ন করলেন, “এই ইলিশ কোথাকার?” প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই বিক্রেতার জবাব, “ইলিশ বাংলাদেশের।” শুরু হয়ে গেল যুক্তি-তর্ক। প্রশান্ত বোঝানোর চেষ্টা করলেন, “পেটি ধরেই তো বোঝা যাচ্ছে, এটা বাংলাদেশের ইলিশ নয়।” বিক্রেতার পাল্টা দাবি, “মায়ানমার থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ইলিশ আসছে। জল তো একই।” ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক তলানিতে। যার কোপ এসে পড়েছে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর এপারের পুজোর ‘উপহার’ হিসেবে আসা

ইলিশে। মাছের আড়তদারদের কথায়, “সম্পর্ক তলানিতে থাকা একটা কারণ তো বটেই। তবে এবার শুধানে ইলিশের উৎপাদন ভালো হয়নি। উলটে গুজরাট থেকে বাংলাদেশে ইলিশের রপ্তানি হয়েছে।” মাছে-ভাতে ভোজনরসিক বাঙালির পাতে ইলিশ না থাকলে ঠিক জমে না। আর সে ইলিশ হতে হবে বাংলাদেশের। এবার অবশ্য মিয়ানমারের ইলিশেই মন ভরাতে হচ্ছে শহরবাসীকে। বিধান মার্কেট মাছ বাজারের ব্যবসায়ী সালিম মহলদার বলছিলেন, “প্রত্যেকেই এসে বাংলাদেশের ইলিশ মাছ চাইছেন। তবে সেই মাছ আর দিই কোথা থেকে? মিয়ানমারের ইলিশেই মন ভরানোর চেষ্টা করছি।” কিন্তু এই ইলিশের দরও একেবারে হাতের নাগালে— এমনটা বলা

যাবে না। ঝংকার মোড় বাজার এলাকার মাছ ব্যবসায়ী বিজয় সাহানি জানানেন, ৬০০ থেকে ৭০০ গ্রামের ইলিশ ১৩০০ থেকে ১৪০০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। ৮০০ গ্রামের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১৬৫০ থেকে ১৭০০ টাকা কেজিপ্রতি। ১ কেজি থেকে ১ কেজি ২৫০



কানপুরের কাতলা, চিতল মাছ, পাবদা, চিড়ি মাছ। তবে দাম বেড়েছে।” মাছ

গ্রামের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ টাকা কেজিতে। রেশন্সলেটেড মার্কেটে এদিন খুচরো বাজারের তুলনায় ইলিশের দাম পাইকারি দর হিসেবে কেজিপ্রতি ৫০ থেকে ১০০ টাকা কম ছিল। শিলিগুড়ি রেশন্সলেটেড মার্কেটের মাছের আড়তদার বাপি চৌধুরী বলছিলেন,

“এবারে রয়েছে আড় মাছ, কানপুরের কাতলা, চিতল মাছ, পাবদা, চিড়ি মাছ। তবে দাম বেড়েছে।” মাছ

কাতলে, খুচরো বাজারে সেই দাম ছিল ৩২০ টাকা থেকে ৩৭০ টাকা। গলদা চিড়ির দাম পাইকারি দরে কেজিপ্রতি ছিল ৫৫০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা। তবে বাংলাদেশ নিয়ে হতাশা

কটছে না খাদ্যরসিক শহরবাসীর। অভিজিৎ মালিক সুভাষপল্লি বাজারে বাংলাদেশের ইলিশ খুঁজছিলেন।

হতাশার সুরে বললেন, “ভেবেছিলাম জামাই-মেয়েকে খাওয়াব। সেটা আর হলো না।”



সুগারে লাগাম, পুজোয় আরাম



ইতিমধ্যে বিভিন্ন মণ্ডপে ঠাকুর চলে এসেছে। রংবেরঙের পুজো সংখ্যাগুলো বেরিয়েছে অনেক আগেই। অনেকে ঘুরতেও বেরিয়ে পড়েছেন। এসবের মাঝে খানিক চিন্তিত ডায়াবিটিস রোগীরা। তাঁদের ভাবনা, পুজোর ক'টা দিন কি তাঁরা আদৌ মন খুলে উপভোগ করতে পারবেন? কিন্তু একটু সাবধানে চলতে পারলে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে ডায়াবিটিস কোনও সমস্যাই নয়। লিখেছেন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক **দেবব্রত রায়**

ডায়াবিটিস রোগীদের খাদ্যাভ্যাসের প্রধান কথাই হল সুখম খাদ্যতালিকা। তাতে যেমন থাকবে কম কার্বোহাইড্রেট, তেমনি থাকতে হবে পর্যাপ্ত প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস, জলীয় অংশ এবং ফাইবার। এইসবের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে সমস্যা হতে পারে যা আপনার

পুজোর আনন্দটাকেই মাটি করে দিতে পারে। পুজো মানে প্রধানত ছয়টি ক্ষেত্রে অনিয়মের তীব্র সম্ভাবনা- অসময়ে খাওয়াদাওয়া, খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনাচার, সময়ের ত্রুটি না করে দেদার ঘুরে বেড়ানো, পুজোর অঙ্গ হিসেবে উপোস করা- কখনও নির্জলা থাকা, আনন্দের আতিশয্যে ওষুধ খেতে ভুলে যাওয়া এবং ছোটখাটো শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করা।

উপোসে বিপত্তি যখন

পুজোয় সবচেয়ে বড় অনুবন্ধ উপোস। আমাদের রীতি আছে কিছু না খেয়ে ঠাকুরকে অঞ্জলি দেওয়া। ডায়াবিটিস রোগীরা যারা ওষুধ খাচ্ছেন বা ইনসুলিন ইনজেকশন নিচ্ছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই উপোস মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। তাই উপোস করবেন ভেবেচিন্তে। যদি আপনাকে উপোস করতেই হয় তবে প্রয়োজনে সেই দিনের বা সেই বেলার ওষুধ বা ইনসুলিনের মাত্রা কমিয়ে দিন বা একবেলা স্কিপ করুন। উপোস চলাকালীন সময়ে যদি আপনার মাথা ঘোরে বা বুক ধড়ফড় করে বা প্রচুর ঘাম হয় বা হঠাৎ করে শরীর খুব খারাপ লাগে তাহলে

বুঝতে হবে আপনার শরীরে সুগারের মাত্রা কমে গিয়েছে। অর্থাৎ আপনি হাইপোগ্লাইসিমিয়ার শিকার হয়েছেন। সেক্ষেত্রে প্রথমেই উপোস ভাঙুন। হাতের কাছে মিষ্টি জাতীয় বা কিছু পাবেন মুখে পুরে দিন। সবচেয়ে ভালো পুজোর দিনগুলোতে সবসময় পকেটে চকোলেট, ক্যাডবেরি জাতীয় কিছু সঙ্গে রাখুন। প্রয়োজনে এটা জীবনদায়ী হতে পারে। আর ডায়াবিটিস রোগীদের নির্জলা উপবাস নৈবদেব।

সময় মেনে খাওয়াদাওয়া

পুজোর সময়ও যড়ির কাটা ধরে নিজস্ব রুটিনে খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে ফেলা উচিত। দু'বার খাওয়াদাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান যেন অস্বাভাবিক কিছু না হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় যে রুটিনে আপনার খাবার কথা সেই সময়েই যাতে খেয়ে নিতে পারেন আগাম সেই ব্যবস্থা করে রাখুন।

যেভাবে ব্যালেন্স করতে পারেন

পুজোতে আপনি যতই সাবধানি হন না কেন অনাচার হবেই হবে। কিন্তু মনে রাখবেন যেন এই অনিয়ম মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। এতে



চরচর করে বেড়ে যাবে রক্তে শর্করার মাত্রা।

ভোগ নেওয়ার নাম করে গাঢ়খানেক লুচি, মন্ডামিঠাই খেয়ে নেওয়া কোনও কাজের কথা নয়। তাই বলে সকালের চিনি ছাড়া চা, প্রাতরাশ, সন্ধ্যার জলখাবার, রাতের খাবার- কোনওটাই বাদ দেওয়া যাবে না। কোনও একটা পর্যায়ে খাওয়ার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে পরের খাবারের পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমিয়ে দিতে হবে। কোনও কারণে খাবারের পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেলে যারা ইনসুলিন নেন তাঁরা ইনসুলিনের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিন বা

সুগারের ওষুধের মাত্রা একটু কমিয়ে- বাড়িয়ে নিতে পারেন। তবে এই সবই করতে হবে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে। ঠোঁকের মাথায় খালি পেটে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে যাওয়াটা যথেষ্ট ঝুঁকির।

খালি পেটে ভাজাভুজি নয়

নিয়মিত যেসব ওষুধপত্র চলে সেগুলি কোনওভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না। পুজোর ঝামেলা আর আনন্দের আতিশয্যে সময়ের ভুল হতেই পারে। সেক্ষেত্রে ওষুধ বা ইনসুলিন নেওয়ার সময়গুলোতে মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয়।

ভাজাভুজি, সঙ্গে ঠান্ডা পানীয়- পুজোর দুই বড় আকর্ষণ। একটু-আধটু ভাজাভুজি চলতেই পারে, তবে তা খেতে পারেন মূল খাবার খাওয়ার পর। কোনও মতেই খালি

পেটে নয়। এতে হঠাৎ করে রক্তে সুগার এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গিয়ে বিপত্তি ঘটাতে পারে। ঠান্ডা পানীয় না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিকল্প হতে পারে লেবুজল। তবে কোনও অবস্থাতেই মদ্যপান চলবে না।

সুগার মাপান

যদি পুজোর অন্তত এক মাস আগে সুগার পরিমাপ করিয়ে থাকেন, তাহলে খুব ভালো। তারপরেও ওষুধের মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।

নজর থাকুক পায়েও

■ পুজোয় নতুন জুতো কেনা একটা প্যাশন। যেহেতু ডায়াবিটিস মানেই অতিরিক্ত জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে তাই জুতো নিবাচন আর ব্যবহারে অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন।

■ ডায়াবিটিস রোগীরা কখনও খালি পায়ে হাঁটবেন না। এদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি জুতো পাওয়া যায়। যদিও একটু দামি, তবে জোড়াড করতে পারলে অনেকটাই নিরাপদ থাকা যায়। স্যান্ডেল জাতীয় জুতো নিরাপদ নয়। ডায়াবেটিক জুতোগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে পায়ের কোথাও কোনও অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। ফলে চাপজনিত কারণে ক্ষত তৈরির সম্ভাবনা কম থাকে।

■ প্রতিদিন একবার করে নিজের পা দেখা উচিত, বিশেষত আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে। প্রতিদিন ঈষদৃশ্য গরম জলে হালকা সাবান দিয়ে পা পরিষ্কার করা দরকার। হালকা ময়েশচারাইজার লাগাতে পারলে ভালো।

■ দীর্ঘসময় একটানা জুতো পরে থাকতে হলে ফিতে দেওয়া জুতো এবং একটু বড় সাইজের জুতো ব্যবহার করা ভালো। এতে সারাদিনে পা একটু ফুলে গেলেও পায়ে জুতোর চাপ পড়বে না। ফলে সমস্যাও কম হবে।

এতসব সাবধানতার কথা শুনে ঘাবড়াবেন না একেবারেই। পরামর্শগুলো মাথায় রাখলে কোনও সমস্যাই হওয়ার কথা নয়। আর যদি হয়ও তাহলেও ঘাবড়ে না গিয়ে বা অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শে চলুন। পুজো কাটুক আনন্দে।

ক্যানসারে সোয়াইন ফ্লু'র ঝুঁকি



দেশজুড়ে ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে সোয়াইন ফ্লু। মরশুম বদলের চেনা এই ভাইরাস নিয়ে অহেতুক আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই ঠিকই, তবে কেমোথেরাপি চলা ক্যানসার রোগীদের জন্য ঝুঁকি কিন্তু অনেকটাই বেশি। সংক্রমণ রুখতে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির পাশাপাশি ঠিক কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি, জানালেন হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের **ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ**



সম্প্রতি দেশে এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সোয়াইন ফ্লু-র প্রকোপ কিছুটা বেড়েছে। তবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর মতে, প্রধানত মরশুম বদলের কারণেই এই সংক্রমণ বাড়ছে এবং ভাইরাসটির স্ট্রেন

পরিচিত ও প্রাণঘাতী নয়। ফলে এই সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। দিল্লির পাশাপাশি মহারাষ্ট্র, কণাটক এবং এ রাজ্যেও কিছু সংক্রমণের খবর মিলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ নিজে থেকেই নির্দিষ্ট সময়ে সেরে যায়। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ

ছাড়া অহেতুক অ্যান্টিবায়োটিক বা সেরিফিক্সের মতো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া একেবারেই অনুচিত। এতে শরীরে অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স তৈরি হতে পারে। হাচি, কাশি কিংবা কথা বলার সময় বাতাসের ড্রপলেটের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। এছাড়া সংক্রামিত

কোনও বস্তুপৃষ্ঠ স্পর্শ করার পর হাত চোখ, নাক বা মুখে দিলে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। তাই বারবার হাত ধোয়া এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জ্বর, একটানা শুকনো কাশি, গায়ে ব্যথা, মাথা ধরা, নাক দিয়ে জল পড়ার মতো উপসর্গ দেখা যায়।

সাধারণ মানুষের জন্য এই সংক্রমণ মারাত্মক না হলেও, যাদের কেমোথেরাপির মতো ক্যানসারের চিকিৎসা চলছে তাঁদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি থেকেই যায়। কারণ এই রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কম থাকে। ফলে ক্যানসার আক্রান্তদের ক্ষেত্রে কাঁপুনি দিয়ে তীব্র জ্বর বা নিউমোনিয়ার মতো জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

কেমোথেরাপি নিচ্ছেন এমন রোগীদের শরীরে ফ্লুয়ের লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে দ্রুত সংশ্লিষ্ট ক্যানসার চিকিৎসকের (অঙ্কোলজিস্ট) পরামর্শ নিতে হবে। সাধারণ ক্ষেত্রে এটি ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ বলে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন পড়ে না। তবে ক্যানসার রোগীদের ইমিউনিটি কম থাকায় অতিরিক্ত ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক লাগতে পারে। তাই অবধা আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলেই এই সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব।



প্রতিরোধের উপায়

- নিয়মিত হাত ধুতে হবে
- হাত দিয়ে চোখ, নাক বা মুখ ঘষা থেকে বিরত থাকতে হবে
- প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার, লেবুজাতীয় ফল (পাতিলেবু, আমলকী, মুম্বি, কমলালেবু), শাকসবজি ও প্রোটিনযুক্ত

- খাবার খেতে হবে
- জনবহুল জায়গায় নাক-মুখ ঢেকে রাখতে মাस्क ব্যবহার করতে হবে
- যাদের মধ্যে ফ্লু'র উপসর্গ রয়েছে, তাঁদের থেকে দূরে থাকতে হবে

ভুবিকে নিয়ে সিরিজ জয়ের যুদ্ধে শ্রেয়সরা

বেঙ্গালুরু, ১৬ অক্টোবর : চলো রান করি! হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতি! চলতি ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের রিটেনন। ব্যাটাররা বোলারদের পিটিয়ে ছাড়া করে দিচ্ছেন। নিয়মিতভাবে বড় রানের ম্যাচ হচ্ছে। শেষপর্যন্ত সেই দলই জিতছে, যে দলের ব্যাটাররা বেশি দাপট দেখাতে পারছেন।

সিরিজের ফল আপাতত ২-২। শনিবার বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের শেষ টি২০ ম্যাচ। এমন একটা পরিস্থিতিতে কালকের ম্যাচ হতে চলছে, যখন শ্রেয়স আইয়ারের ভারতের জন্য যেমন সিরিজ জয়ের চ্যালেঞ্জ থাকছে, তেমনই ঠিক পাঁচদিন পর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে নতুনভাবে টি২০ সিরিজ শুরু করার আত্মনও থাকছে।

এমন সব ক্রিকেটীয় কচকটির পাশে রয়েছে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এক, শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টির কারণেই সন্ধ্যার চিন্মাস্বামীতে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ভেঙে গিয়েছে। আগামীকালও বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির জক্টি রয়েছে। দুই, হায়দরাবাদে শেষ টি২০ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার হারের পাশে শামার জোসেফের বলে কাঁধে চোট পেয়েছিলেন



বৃষ্টির থেকে আউটফিল্ড ও পিচ বাঁচাতে তোড়জোড় মাঠকর্মীদের। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে।

অর্শদীপ সিং। তাঁর ফিটনেস নিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রবল সংশয়। আজ বিকেলের দিকে আচমকাই অর্শদীপকে নিউজিল্যান্ড সিরিজের কারণে ‘আড়ালে’ রাখার লক্ষ্যে ভুবনেশ্বর কুমারকে টিম ইন্ডিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বড় অঘটন না হলে আগামীকাল সিরিজের শেষ ম্যাচে চার বছর পর ভুবির আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন প্রায় নিশ্চিত। যদিও বৃষ্টির কারণে ভারতীয় দলের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল ভুবি না অর্শদীপ, এই প্রশ্নের জবাবে পাশ কাটাতে চেয়েছেন। বলেছেন, ‘অর্শদীপ আমাদের স্কোয়াড থেকে ছিটকে যাবনি। প্রথম একাদশ নিয়ে সিদ্ধান্তটা আমরা আগামীকাল খেলার আগে নেব।’

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি২০ সিরিজে ম্যাচ জয়ের জন্য কত রান নিরাপদ?

এমন প্রশ্নের জবাব পাওয়ার লক্ষ্যে চলছে তুমুল আলোচনা। যার শেষ কোথায়, কারও জানা নেই। কুড়ির ক্রিকেটের আসরে ২০০ রানকে একসময় বিশাল বলা হত। কিন্তু চলতি সিরিজে বারবার প্রমাণ হয়ে চলেছে,

২৫০-২৬০ রানও আর নিরাপদ নয়। এমন অবস্থায় বোলারদের বেহাল দশার ছবিটা কীভাবে বদলাবে, কারও জানা নেই। যদিও হায়দরাবাদে শেষ টি২০ ম্যাচে ক্যারিবিয়ান পেসার কেমনো পল পাঁচ উইকেট নেওয়ার পথে দেখিয়েছেন, সঠিক লেংখে বোলিংয়ের পাশে নিয়মিত ইয়কার দিতে পারলে পাঁচ উইকেটেও সফল হওয়া যায়। ঘটনা হল, জসপ্রীত বুমাহাইনি ভারতীয় বোলিংয়ে সেই কাজটা হাতেকলমে করে দেখানোর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। চলতি সিরিজের শেষ ম্যাচে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ পাওয়া ভুবনেশ্বর আগামীকাল খেললে তাকেই বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। তাছাড়া আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলার সুবাদে চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইশ গজকে নিজের হাতের তালুর মতোই চেনেন, জানেন ভুবি। বল হাতে চার বছর

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
পঞ্চম টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস
নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

পর আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তনের মঞ্চটাকে ভুবিও স্মরণীয় করে রাখতে চাইবেন নিশ্চিতভাবেই।

সঙ্গে ভুবি সহ ভারতীয় বোলারদের মনে রাখতে হবে, চিন্মাস্বামীর ছোট বাউন্ডারির কথা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক সাই হোপের স্বপ্নের ফর্মও টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জয়ের পথে বাধা হিসেবে হাজির হবেই। দুই বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরছে চিন্মাস্বামীতে। ২০২৪ সালে আরসিবির আইপিএল খেতাব জয়ের উৎসব বদলে গিয়েছিল পদপিষ্টের ঘটনায়। তারপর থেকে চিন্মাস্বামীতে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্যানগুরুরীতে টি২০ সিরিজের শেষ ম্যাচ নিয়ে প্রবল উৎসাহ রয়েছে।

এমন মধ্যে শ্রেয়সরা ক্যারিবিয়ান কটা উপড়ে সিরিজ জিততে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।



ভুবনেশ্বরের কামব্যাককে ‘কুর্নিশ’ সাউদির নতুনদের পাশে রামন

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : ‘ও তো দরজা ভেঙে দলে ঢুক পড়েছে।’ বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দীনেশ কার্তিকের প্রত্যাবর্তনকে একসময় এই ভাষাতে ব্যাখ্যা করেছিলেন তৎকালীন ভারতীয় দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ভুবনেশ্বর কুমারের ক্ষেত্রেও কথটা ভীষণভাবে প্রযোজ্য। সবাই যখন বাতিস্তের তালিকায় ফেলে দিয়েছে, স্বয়ং ভুবি দলে ফেরা নিয়ে দোলাচলে, তখন সবাইকে অবাক করে নিউজিল্যান্ড সফরে ডাক।

অর্শদীপ সিংয়ের চোটে ঢুকে পড়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচের দলেও। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শনিবার মতকে থাকা কেরিয়ারের নতুন ইনিংস শুরুও করবেন। ২০২২ সালের নভেম্বরের পর (নেপিয়র, নিউজিল্যান্ড, টি২০)



টি২০ সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বোলিং কোচ মর্নি মরকেল।

ওডিআইয়ে নেই বুমরাহ, টেস্টে ফিরলেন আকাশ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : সন্ধ্যা বনা সতী হল।

শনিবার সন্ধ্যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে শুক্রবার জাতীয় নিবাচকরা ঘোষণা করে দিলেন আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের ওডিআই ও টেস্টের দল। আর দুই ভাগে ভাগ করা একদিনের সিরিজের স্কোয়াডে প্রত্যাশিতভাবেই জায়গা পেলেন না জসপ্রীত বুমরাহ। মিশন নিউজিল্যান্ডের একেবারে শেষ পর্ব রয়েছে দুই টেস্টের সিরিজ। সেই সিরিজের স্কোয়াডে বুমরাহ রয়েছে। টেস্টের আগে ভারতীয়দের দেশে ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে ওডিআই সিরিজের জোড়া দল। ভারতীয় বুমরাহর। কিন্তু তার আগে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে সিলমোহর

মিশন নিউজিল্যান্ডের দল ঘোষণা

শ্রেয়স আইয়ার। বিরাট কোহলি ও রোহিত বরেন্দ্রের দলে টি২০ সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে শুক্রবার জাতীয় নিবাচকরা ঘোষণা করে দিলেন আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের ওডিআই ও টেস্টের দল। আর দুই ভাগে ভাগ করা একদিনের সিরিজের স্কোয়াডে প্রত্যাশিতভাবেই জায়গা পেলেন না জসপ্রীত বুমরাহ। মিশন নিউজিল্যান্ডের একেবারে শেষ পর্ব রয়েছে দুই টেস্টের সিরিজ। সেই সিরিজের স্কোয়াডে বুমরাহ রয়েছে। টেস্টের আগে ভারতীয়দের দেশে ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে ওডিআই সিরিজের জোড়া দল। ভারতীয় বুমরাহর। কিন্তু তার আগে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে সিলমোহর

প্রথম তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের স্কোয়াডে থাকা প্রসিধ কৃষ্ণা ও টেস্ট স্কোয়াডে থাকা ঋষভ পন্থের ব্যাপারে জাতীয় নিবাচকদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা এখনও ফিট নন। সিরিজ শুরুর আগে তারা ফিট হয়ে গেলে ঋষভ-প্রসিধদের নাম বিবেচনা করা হবে।

প্রথম তিন ম্যাচের ওডিআই স্কোয়াড

শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, অক্ষর প্যাটেল, নমন ধীর, অংশুল কদেজ, গুরনুর ব্রার, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অর্শদীপ সিং, ঈশান কিয়ান, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা ও কুলদীপ যাদব।

শেষ দুই ম্যাচের ওডিআই স্কোয়াড

শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, তিলক ভাট, ঈশান কিয়ান (সহ অধিনায়ক), নীতীশ কুমার রেড্ডি, অক্ষর প্যাটেল, নমন ধীর, আকিব নবির দার, গুরনুর ব্রার, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অর্শদীপ সিং, কুমার কুশাণ, মহম্মদ সিরাজ, যশ ঠাকুর ও কুলদীপ যাদব।

টেস্ট স্কোয়াড

শুভমান গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল (সহ অধিনায়ক), দেবদত্ত পাডিক্কাল, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা, অংশুল কদেজ, জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, বি সাই সুন্দর, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব ও মহম্মদ সিরাজ।

বৃষ্টি, ভেসে গেল বাংলার অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : রাজধানীতে বৃষ্টির কারণে শুক্রবার বাংলা দলের অনুশীলন ভেঙে গেল। ফলে রবিবার থেকে রাজধানীর পালাম মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রনজি টফির দ্বিতীয় ম্যাচের আগে পুরো দিনটা বিশ্রামেই কাটাতে হল বাংলার ক্রিকেটারদের। যদিও বিকেলের পর থেকে বৃষ্টি কমেছে দ্রিষ্টিতে। মনে করা হচ্ছে, শনিবার সকালে পালামের মাঠে অনুশীলনে নামতে পারবে বাংলা দল। বৃষ্টির কারণে সারাদিন মাঠ ঢাকা ছিল। অনুশীলন করতে পারেননি অভিনব্দ্য ঈশ্বরানু, মহম্মদ সামিরা। পালামের মাঠের বাইরে গজ কেনন হতে পারে, তা নিয়েও আপাতত স্পষ্ট ধারণা নেই বাংলা শিবিরে। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন গুপ্তা বলছিলেন, ‘বৃষ্টির কারণে আজ অনুশীলন হয়নি। পিচও দেখা সম্ভব হয়নি। আশা করছি, বৃষ্টি থামার পর কাল সকালে অনুশীলন করতে পারব। দেখা যাক কী হয়।’ দিল্লিকে হারিয়ে ও পয়েন্ট নিয়ে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে বাংলা। তুলায়না সার্ভিসেস বেশ চাপে। প্রথম ম্যাচে মহারাত্রের বিরুদ্ধে ১২৭ রানে হেরেছেন রজত পালিওয়ালার।

প্যারা এশিয়াডে ভালো শুরু ভাবিনাদের

নাগোয়া, ১৬ অক্টোবর : প্যারা এশিয়ান গেমসে দারুণভাবে শুরুটা করলেন ভারতের তারকা পাণ্ডাররা ভাবিনা প্যাটেল ও শাটলার সুহাস এলওয়াই। টেকিও প্যারালিম্পিকে রুপোজয়ী ভাবিনা এদিন মহিলাদের প্যারা টেবল টেনিসে অভিযান শুরু করলেন দুদন্তি জয় দিয়ে। মহিলাদের সিঙ্গেলসে (ক্রাস ৪-৫ গ্রুপ এ) প্রথম ম্যাচে কুয়েতের অহদ আলরলিমিকে হারিয়েছেন তিনি। ম্যাচের ফল ভাবিনার পক্ষে ৩-০ (১১-৬, ১১-৩, ১১-৬)। শুরু থেকেই নিজের অভিজ্ঞতা ও নিয়ন্ত্রিত শটের সুবাদে প্রতিপক্ষকে কোনও সুযোগ দেননি ভাবিনা। অন্যদিকে, ব্যাডমিন্টনে মুকুট পুরুদ্ধারের লড়াইয়ে দুদন্তি শুরু করেছে সুহাস। পুরুদ্ধারের সিঙ্গেলসে (এসএল ৪ গ্রুপ ই) প্রথম ম্যাচে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন বাংলাদেশের জয়ন্ত ধরের। দুইবারের প্যারালিম্পিক রুপোজয়ী সুহাস প্রথম থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলে ম্যাচ জিতে নেন ২১-৮, ২১-১১ পয়েন্টে। ভাবিনা ও সুহাসের এই নজরকাড়া পারফরমেন্স প্যারা এশিয়ান গেমসের প্রথম দিনেই ভারতকে সাফল্যের স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

বৈভবকে ‘নষ্ট’ করছে গম্ভীররা দাবি শ্রীকান্তের

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : বৈভব সূর্যবংশীকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রেখে তার আত্মবিশ্বাসের ক্ষতি করছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। গৌতম গম্ভীরদের বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ করছেন কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত। ভারতের টি২০ দলে ওপেনারদের ভিড়। অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ঈশান কিয়ান ও বৈভব। মিডল অর্ডরে ঈশানের জায়গা হলেও বৈভব সিরিজের প্রথম চার ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি।

বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ওপেনার শ্রীকান্ত যা নিয়ে কাটগড়ায় তুলেছেন গম্ভীরদের। যুক্তি সঞ্জু ও বৈভবের মধ্যে চলতি টানাটানিতে দুইজনেরই ক্ষতি হচ্ছে। মাসনিক চাপ বাড়ছে কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটারের ওপরও। শ্রীকান্ত আরও বলেছেন, ‘ওরা ধ্বংস করছে বেতবের আত্মবিশ্বাস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলের বিরুদ্ধে অন্তত গোটা তিনেক ম্যাচ খেলানো উচিত ছিল। আশা করি, শেষ ম্যাচে অভিষেককে বিশ্রাম দিয়ে সঞ্জু-বৈভবকে দিয়ে ওপেন করানো হবে।’

একদা নিবাচক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলানো শ্রীকান্তের দাবি, শুভর মধ্য ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। প্রথম

ব্যাট-বলে ভারসাম্য জোর চেনের

নিবাচক কমিটির আরও এক প্রাক্তন চেয়ারম্যান চেনন শর্মা আবার ব্যাট-বলের ভারসাম্যের লড়াইয়ের ওপর জোর দিচ্ছে। জোর দিচ্ছেন স্পোর্টিং পিচের ওপর। বলেছেন, ‘পিচে কিছুটা উমতি সরকার। দর্শকরা চার-ছক্সা দেখতে চায়। কিন্তু বোলারদের দিকেও নজর দেওয়া উচিত। মানছি টি২০-তে বোলাররা ব্যাটিং-আধারদের মুখে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই রকম পরিস্থিতি যেন না হয়, বোলাররা হারিয়ে যায়।’

মজা করছে। তারপর আমাকে বারান্দা থেকে খুলিয়ে দেয়।’ চাহাল আরও বলেছেন, ‘আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। নেমায় চুর ছিল ওই ব্যক্তি। ওখানে উপস্থিত সবাই রীতিমতো অবাক এরকম কাণ্ডে।’ বুলন্ত অবস্থায় আমি প্রাণপণ ওর যাড় ধরেছিলাম। শেষপর্যন্ত সবার হস্তক্ষেপে আমাকে নামিয়ে দেয়। অনেকেই এই নিয়ে হাসছিল। কিন্তু

রোহিতদের নতুন ভাবনাতেই ‘ছাঁটাই’

আমার তো আত্মায়ান খাঁটা। মনে হচ্ছিল, গিটারি জন্ম হল। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৫ বা ১৬ তলায়।’ আইপিএলের সবচেয়ে সফল বোলার। ১৮৮টি ম্যাচে ২৩৩ উইকেট নামের পাশে। দেশের হয়ে ৭২টি ওডিআই এবং ৮০টি টি২০ ম্যাচে নিয়েছেন যথাক্রমে ১২১ ও ৯৬ উইকেট। কুলদীপ যাদবের সঙ্গে তাঁর জুটি (কুলচা) ভারতীয়



উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ শুক্রবারই জসপ্রীত বুমরাহ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল।

দিলেন জাতীয় নিবাচকরা। বুমরাহর মতো রবীন্দ্র জাদেজাকেও একদিনের দলে রাখা হয়নি। তিনি টেস্টে রয়েছেন। ২২ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম ম্যাচ ভারতের। টি২০ ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে সিরিজ। অকল্যাডে ৪ নভেম্বর শুরু পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজ। চমকপ্রদভাবে পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজকে ৩-২ ভাগে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনটি ওডিআইয়ে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শুভমান গিল। শেষ দুই একদিনের ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেবেন

সারিয়ে প্রায় দেড় বছর পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডে ফিরলেন। ২০২৪ সালে জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের ওভালে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন আকাশ। মাঝের সময়ে চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তনের পর স্বাভাবিকভাবেই আকাশ আরও সাফল্যের স্বপ্ন দেখছেন। আকাশ ফিরলেও ফের টিম ইন্ডিয়ায় ব্রাতা থেকে গেলেন মহম্মদ সারি। দল নিবাচনি বৈঠকে সামিকে নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল বলে খবর। দুই একদিনের ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেবেন

এবার আইএসএল আরও কঠিন হবে : আনোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : আইএফএ শিল্প ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জয়েন্টের কাছে হার। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ জেতা ম্যাচ হাতছাড়া। ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মরশুমের শুরুতেই ইস্টবেঙ্গল যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল তা যেন আচমকাই থাধা পেরিয়ে। এবার মিশন আইএসএল। রবিবার চার্লি রাডার্স ম্যাচ দিয়ে প্রতিযোগিতায় অভিযান শুরু করছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। গত মরশুমের সুখস্মৃতিকে সঙ্গী করেই নতুন উদ্যমে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন আনোয়ার আলিরা।

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নের তকমা মানেই সমর্থকদের গগনচুম্বী প্রত্যাশা। সেই চাপ সামলাতে কতটা তৈরি লাল-হলুদ রিভেল। চার্লি ম্যাচ খেলতে গোয়া উড়ে যাওয়ার আগে ভার্সাল সাংবাদিক ঝৈতে আনোয়ার বলেছেন, ‘আমাদের আবার নতুন করে লড়াই শুরু করতে হবে। গত মরশুমের ছোট পরিসরে আইএসএল হয়েছিল। এবার পরিস্থিতি আলাদা। চ্যালেঞ্জটা আরও কঠিন। বিশ্বের আর পাঁচটা লিগের মতোই হবে আইএসএল। অনেক বেশি ম্যাচ খেলতে হবে। ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে আমাদের।’

এবার আইএসএল শুরুর আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের মাথাব্যথার কারণ দলের রক্ষণ। এখনও কেভিন সিবিলের যোগ্য বিকল্প হয়ে উঠতে পারেননি দিয়েগো জিউলিচ। ক্রোয়েশিয়ান ডিফেন্ডারকে নিয়ে অবশ্য একেবারেই হতাশ নন হাবাস। সতীর্থ আনোয়ার তার এবং জিউলিচের জুটি নিয়ে বলেছেন, ‘আমাদের কিছু ভুল হয়েছে। তবে আমরা যদি একসঙ্গে খেলার আরও বেশি সুযোগ পাই তাহলে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। তার জন্য অনুশীলনেও পরিশ্রম করছি আমরা। দিয়েগো ভারতীয় ফুটবলে নতুন। আমি বিশ্বাস করি ও দ্রুত মানিয়ে নেবে।’



আর্থবীর শেহবাগ



ব্যাটে ঝড় বীরু-দ্রাবিড়ের পুত্রের

ভিজিমান্ডান, ১৬ অক্টোবর : অনুর্ধ্ব-১৯ ভিনু মানকড ট্রফিতে আন্তনে মেজাজে বীরেন্দ্র শেহবাগ ও রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে। বিশ্ববাসী শতরানের পরও দুইজনেই ফিরলেন হারের হতাশা নিয়ে। দিল্লির হয়ে ইনিংস ওপেন করতে নেমে বীরুর পুত্র আর্থবীর ১৪৩ বলে করলেন ১৭৩ রান। ইনিংসে ছিল ১৯টি বাউন্ডারি ও ৮টি ছক্সা। অপর ওপেনার অর্প বাল্লার (৪৭) সঙ্গে জুটিতে আর্থবীর ৯৮ রান তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে বাকিরা সেই ছন্দ ধরে রাখতে না পারায় দিল্লি ৫০ ওভারে ২৮৯/৬ স্কোরে আটকে যায়। রানতাড়ায়া নেমে চণ্ডীগড় ৪১.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ২৯৩ রান তুলে নেয়।

শুভ্রাণ্টের ৩৫৮ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে অম্বয় দ্রাবিড় করলেন ১০০ বলে ১৫১ রান। মেরেডেন ২০টি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্সা। তৃতীয় উইকেটে ধ্রুব কৃষ্ণানের (১৩০) সঙ্গে জুটিতে ২০৪ রান তুলে কণটিককে লড়াইয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন অম্বয়। কিন্তু তাঁরা ফিরতেই ছন্দপতন হয় কল্যাটকের। ৫০ ওভারে আটকে যায় ৩৫২/৫ স্কোরে।

দেবীর আগমনে জয়ে ফিরল মোহনবাগান

জয়সূচক গোল করা
মিণ্ডয়েল ফিণ্ডয়েরাকে
নিয়ে উচ্ছ্বাস আপুইয়ার
নয়াদিল্লিতে শুক্রবার।

নেতৃত্বের বোধনে জয় স্মৃতির



৪৯ রানের
ইনিংসে
ভারতকে
লড়াইয়ে
ফিরিয়ে
আনেন দীপ্তি
শর্মা। শুক্রবার
রায়পুরে।

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

আজ বৈশাখ মাসের ৩য় শুক্র
বার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধার সাথে
স্মরণ করছি। যেখানেই থাকো
শান্তিতে থাকো।

বরন দত্ত (হৃৎভাণ্ডাধারী)
ডাঃ শান্তীদাস দত্ত (হৃৎভাণ্ডাধারী)

TVS

এই উৎসবে,
করুন নতুন আরম্ভ।

লো ডাউন
পেমেন্ট ₹ 2 999* | ₹ 13 500* পর্যন্ত সঞ্চয়

Also available on [Flipkart](#)

Available in CSD

* Finance at the sole discretion of the financier and offer applicable only on TVS XL100. # Offer is applicable with select financiers and is subject to the terms and conditions of the financiers. Offer valid only on TVS Raider. T&C apply.

TVS
XL100

TVS
Jupiter

NTORQ 125

ORBITER

TVS
RAIDER
THE WICKED RIDE

[illegible]